www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ৩ বৈশাখ – ৯ বৈশাখ, ১৪২৩ ঃ ১৬ এপ্রিল – ২২ এপ্রিল, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 25, 16 April - 22 April, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সকলকে জানাই শুভ নববর্ষ

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বিতর্কটা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল। আদালত

মেনেও নিয়েছিল ভূমাতা রণরঙ্গিনী বিগ্রেডের দাবি। অবশেষে চারশো বছরের প্রথা ভেঙে মেয়েদের জন্য মারাঠি মন্দির শনি শিঙ্গনাপুরের দরজা খুলে দিল কর্তৃপক্ষ।

রবিবার : বসন্ত পেরিয়ে আসছে গ্রীষ্ম। মরশুমটা রোগের। বিশেষ

করে পক্স থেকে আন্ত্রিক, কামড় বসায় এই সময়। চিকিৎসার একমাত্র ভরসা বেলেঘাটার সরকারি আইডি হাসপাতাল। সেখানে ধরা পড়েছে চিকিৎসকের অভাব।

সোমবার : ভয়াবহ অগ্নিকান্ড কেরলের পুত্তিঙ্গল মন্দিরে। প্রাণ

দিলেন শতাধিক পুণ্যার্থী। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই বাজির প্রতিযোগিতা আয়োজনের হঠকারিতার ফল।

মঙ্গলবার : এ কোন বসন্ত। চিতার চেয়েও তাপমান। কলকাতার

পারদ ছাড়াচ্ছে মরুভূমিকেও। সরকারের ভ্রান্ত পরিকল্পনায় এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল। থর ঠান্ডা হবে কলকাতা হবে মরুভূমি। আলিপুর বার্তা এমন ভবিষ্যতবাণী আগেও করেছিল।

বুধবার : পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ১৯১৪ সালে শিখ শরণার্থী ভর্তি

জাহাজ কামাগাতারুকে ঢুকতে না দিয়ে যে পাপ করেছিল কানাডা সরকার আগামী ১৮ মে হাউজ অব কমনসে ক্ষমা চেয়ে হবে তার প্রায়শ্চিত্ত।

বৃহস্পতিবার : ফের কম্পন কলকাতায়। এবার উৎস মায়ানমার–

ভারত সীমান্ত। রিখটার স্কেলে মাত্রা কম দেখালেও কম্পন ছিল জোরদার।

শুক্রবার : পক্ষপাতিত্বের দায়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটের

২ দিন আগে বদলি হয়ে গেলেন বীরভূমের এসপি ও তিন থানার ওসি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ভুল পড়াবেন না

শিশির জানতেন না মহানিষ্ক্রমণের তথ্য

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

সম্প্রতি প্রকাশিত নেতাজি ফাইল থেকে জানা যাচ্ছে নেতাজির ভাইপো শিশির বসু জানতেন না কলকাতার বাড়ি থেকে গোপনে নেতাজি ১৯৪১ সালে কিভাবে ইউরোপে গিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৯ এপ্রিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে নেতাজি কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করেন তার তথ্য। উল্লেখ্য এই গোপন ফাইলটির নম্বর পিআই/১০২/১৪/৬৮ এবং ফাইলে পূর্ববর্তী তথ্যগুলি ১৯৭৪ সালে ধ্বংস করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিশির বসু ১৯৭০

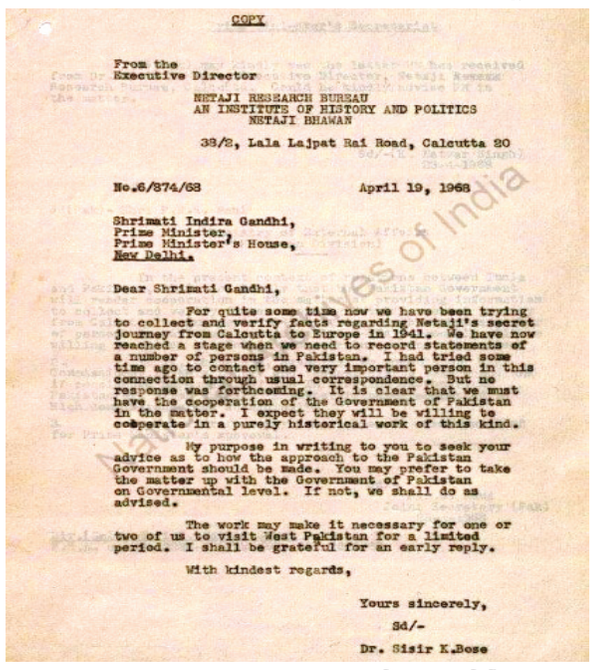

COPY

From the
Executive Director

NETAJI RESEARCH BUREAU
AN INSTITUTE OF HISTORY AND POLITICS
NETAJI BHAWAN

38/2, Lala Lajpat Rai Road, Calcutta 20

No.6/874/68 April 19, 1968

Shrimati Indira Gandhi,
Prime Minister,
Prime Minister's House,
New Delhi.

Dear Shrimati Gandhi,

For quite some time now we have been trying to collect and verify facts regarding Netaji's secret journey from Calcutta to Europe in 1941. We have now reached a stage when we need to record statements of a number of persons in Pakistan. I had tried some time ago to contact one very important person in this connection through usual correspondence. But no response was forthcoming. It is clear that we must have the cooperation of the Government of Pakistan in the matter. I expect they will be willing to cooperate in a purely historical work of this kind.

My purpose in writing to you to seek your advice as to how the approach to the Pakistan Government should be made. You may prefer to take the matter up with the Government of Pakistan on Governmental level. If not, we shall do as advised.

The work may make it necessary for one or two of us to visit West Pakistan for a limited period. I shall be grateful for an early reply.

With kindest regards,

Yours sincerely,
Sd/-
Dr. Sisir K.Bose

কেন্দ্রের হেফাজত থেকে প্রকাশিত সেই চিঠি

মহানিষ্ক্রমণের ত্রয়ী কান্ডারি

সালে দাবি করেন তিনি তার কাকা সুভাষচন্দ্র বসুকে ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি মধ্যরাতে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে বিহারের গোমো স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। যদিও এই সম্পর্কিত তার বই 'মহানিষ্ক্রমণ' ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতো দেরিতে কোনও গ্রহণযোগ্য তথ্য প্রমাণ ছাড়া কেন তিনি এমন 'কাহিনী' লিখলেন তা আজ নেতাজি অনুরাগীদের কাছে বিস্ময়কর। সম্প্রতি প্রকাশিত রাজ্য সরকারের নেতাজি ফাইলে সুভাষের গৃহত্যাগের ব্যাপারে শিশির বসুর কোনও ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ–র পূর্বসুরী ওএসএস–এর প্রকাশিত গোপন ফাইলে উল্লেখ করা হয়েছে এলগিন রোডের বাড়িতে গৃহবন্দি সুভাষচন্দ্রের কাছে জনৈক শিখ শার্দুল সিং দেখা করতে আসেন এবং কয়েক ঘন্টা পরে তিনি বেরিয়ে যান দূরে অপেক্ষমান একটি গাড়িতে করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

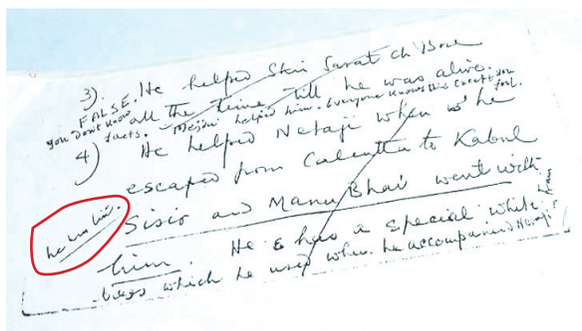

গুমনামী বাবা ওরফে ভগবানজীকে যখন একটি কাগজে লিখে এই সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি উত্তরে লেখেন 'হি হ্যাস লায়েড'

সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে ২০১৬–র বিধানসভা ভোটপর্ব শুরু হয়েছে গত ৪ এপ্রিল থেকে। মোট ছয় দফা ভোট পর্বের মধ্যে ইতিমধ্যে দু'দফা ভোট হয়ে গিয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার ভোটের দিন নির্ধারিত হয়েছে আগামী ২৫ এপ্রিল। এই জেলার বিধাননগর কমিশনারেট এলাকায় সিন্ডিকেট ব্যবসার অভিযোগ দীর্ঘদিন আগে থেকেই উঠে এসেছে প্রকাশ্যে। এই মর্মে ভোটের আগেই বিধানসভার কমিশনারেট এলাকায় মোট প্রায় ১৫০ জন রাজনৈতিক গুন্ডাবাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যেই এই তালিকা প্রস্তুতও করেছে কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী ভোটের সময় সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো, গন্ডগোল পাকানো, মারামারি করা সহ একাধিক অভিযোগ বিগত একাধিক ভোটের ক্ষেত্রে রয়েছে, এরকমই ১৫০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্প্রতি এই তালিকা নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। কমিশনারেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আসন্ন ভোটে ঝামেলা পাকাতে পারে, এই আশঙ্কা যাদের যাদের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে, তাদের নাম এই তালিকায় রাখা হয়েছে। সিআরপিসি'র ১০৭ ধারা অনুযায়ী এদের প্রত্যেককেই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আইন অনুযায়ী, এদের নির্দিষ্ট তারিখে স্পেশ্যাল একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে আগামী ছ'মাস কোনও গন্ডগোল করবে না বলে মুচলেকা দিতে হবে।

বিধাননগর

সূত্রের দাবি অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত যাদের নোটিস পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে আদালতে এসে মুচলেকা দিয়েছে। বাকিদের প্রক্রিয়া শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবে বলে কমিশনারেটের পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন। এই তালিকায় সল্টলেকসহ সংলগ্ন এলাকায় শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকা একাধিক রাজনৈতিক নেতা–কর্মীরা রয়েছেন। সূত্রের দাবি ১৫০ জনের মধ্যে ৯১ জনই কমিশনারেট এলাকায় সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই তালিকা আরও একবার প্রমাণ করল সিন্ডিকেটের সদস্যদের গন্ডগোল পাকানোর তত্ত্বকে। তবে এই তালিকায় নাম থাকা ১৫ জন অন্যান্য বিভিন্ন মামলায় ইতিমধ্যে জেলে রয়েছে।

কেউ যদি মুচলেকাকে অমান্য করে তাহলে সিআরপিসি'র ১৮৮ ধারায় প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হবে বলে কমিশনারেট জানিয়েছে। সূত্রের দাবি, কমিশনারেট এলাকায় এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ জনকে ১০৭ ধারায় নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বাদে বাকিরা ইতিমধ্যেই মুচলেকা দিয়েছে। এদের মধ্যে হাতকাটা দিলীপ থেকে শুরু করে গৌর মন্ডল, রুইস মন্ডল, হায়দার, ভজাই সহ একাধিক কুখ্যাতরা আছে। রয়েছে মহসীন গাজীও। কমিশনারেট সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই কতজন দাগীকে গ্রেপ্তার করা সহ কত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, তার তালিকাও কমিশনে জমা দেওয়া হচ্ছে।

এবার ভোটে

বুথের দায়িত্বে থাকছেন মহিলারাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মহিলা ভোটকর্মী পরিচালিত বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। এই সব বুথে পুরুষ মহিলা উভয় ভোটাররাই ভোট দেবেন। ইতিমধ্যেই জেলার ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রে মহিলা ভোটকর্মী পরিচালিত ২৫০টি বুথ তৈরির তোড়জোড় চলছে পুরোদমে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে এই বুথগুলোতে প্রিসাইডিং অফিসার সহ চারজন করে মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা এক হাজার। এছাড়াও বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখে আরও দু'শো জনের বেশি মহিলা ভোটকর্মীকে বিভিন্ন সেক্টর অফিসে রিজার্ভে রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য বিগত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনেও মহিলা পরিচালিত বুথ ছিল পরীক্ষামূলকভাবে। অবশ্য তার সংখ্যা ছিল নগণ্য। প্রশাসন বলছে এর ফলে ভোট কর্মীর অভাব কিছুটা হলেও মহিলারা পূরণ করবেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, ডায়মন্ড হারবার মহকুমার কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার, মগরাহাট পূর্ব, মগরাহাট পশ্চিম, ডায়মন্ড হারবার ও ফলতা এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র মিলিয়ে ১৭৯৫টি বুথের মধ্যে ৪৫টি বুথ থাকছে মহিলা পরিচালিত। এর মধ্যে সবচাইতে বেশি ১৫ জন থাকছেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায়। অন্যদিকে কাকদ্বীপ মহকুমার সাগর, পাথরপ্রতিমা ও কাকদ্বীপ এই তিন বিধানসভা মিলিয়ে ৮১৩টি বুথের মধ্যে ২০টি বুথ থাকছে মহিলা পরিচালিত। এর মধ্যে সাগর ও কাকদ্বীপ বিধানসভায় থাকছে ৪টি করে ৮ বুথ। বাকি আলিপুর সদর, বারুইপুর ও ক্যানিং মহকুমার ২১টি বিধানসভার ৫,৭১৬টি বুথের মধ্যে ১৯০টি মহিলা দ্বারা পরিচালিত বুথ থাকছে। আগামী ৩০ এপ্রিল হুগলি ও কলকাতার চারটি বিধানসভার সঙ্গে এই জেলায় ভোট।

মহিলা পরিচালিত বুথগুলোতে নিরাপত্তার দিকটাও খতিয়ে দেখছে জেলার পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা। তবে এই সমস্ত বুথ এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রুটমার্চ চালানো হচ্ছে বলে দাবি প্রশাসনের কর্তাদের। ইতিমধ্যেই বুথগুলোর ওপর কড়া নজর রাখছে রিটার্নিং অফিসারেরাও। ভোটের দিন এই সমস্ত মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলোতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন রাখার পাশাপাশি ভোট শুরু থেকে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত কড়া নজরে রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক আর্শাদ হাসান ওয়ার্সি ফোনে জানান, 'ভোটের দিন মহিলা পরিচালিত বুথগুলোতে যে কোনও সমস্যায় মহিলা ভোটকর্মীরা সেক্টর অফিস ছাড়াও সরাসরি ফোনে রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। সেই খবর পেয়েই সরাসরি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন সেক্টর ও রিটার্নিং অফিসারেরা। এছাড়াও নিরাপত্তার কথা ভেবে ভোট শেষ হওয়ার পর মহিলা ভোটকর্মীদের গাড়িতে করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে।'

সাজছে মডেল বুথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহিলা বুথের পাশাপাশি এবার নির্বাচনে নজর কাড়ছে মডেল বুথ। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো যেখানে সব সুবিধা মজুত আছে সেইসব বুথগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে মডেল বুথ হিসাবে। আলো, জল, পরিচ্ছন্ন ভোটাগার প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় সুবিধার ঢালাও ব্যবস্থা থাকছে এইসব বুথগুলিতে। থাকছে নতুন করে রং করা ঘর, সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র, র‍্যাম্প এমনকি বুথের ভিতর ফুলভরা ফুলদানিও। ভোট কেন্দ্রগুলিকে একটু অন্যরকমভাবে সাজানোর ভাবনাও চলছে। এইসব বুথে বয়স্ক এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের জন্য থাকছে সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা। প্রয়োজনমত সাহায্যে এগিয়ে আসবে তারা। মডেল বুথের বেশিরভাগটাই অবশ্য বেছে নেওয়া হয়েছে মহিলা বুথের মধ্যে থেকে।

মডেল বুথ সাজানোর এই অভিনব প্রয়াস চলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও। জোর প্রস্তুতি চলছে জেলা জুড়ে। এছাড়াও এবার আরও একটি প্রয়াস চোখে পড়ার মতো। অন্যান্যবারে বহু ভোট কেন্দ্র করা হত দোতলায়। বয়স্ক ও শারীরিক অক্ষম ভোটারদের কাছে যা ছিল দুর্ভাগ্যের। কারণ তাদের পক্ষে সিঁড়ি ভেঙে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। এবার দোতলায় বুথের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা হয়েছে। যেখানে কোনওভাবেই নিচে করা সম্ভব হয় নি সেখানেও রাখা হচ্ছে সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক। তারা চেয়ারে করে অক্ষম ভোটারদের উঠতে নামতে সাহায্য করবেন।

ভোটের বাজারে হট্টগোল, বিপাকে মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের ভোট/মানুষের জোট, মানুষ অত বোকা নয়/সব বোঝে/ঠিক সময়ে জবাব দেবে, মানুষ হল শ্রেষ্ঠ বিচারক, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে, অতীতের কথা মানুষ ভোলে নি/ জবাব দিতে তৈরি তারা, মানুষ এবার বদল আনবেই। নির্বাচনের ফুলবাগিচায় 'মানুষ' এখন বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়ে পল্লবিত। সব দলের নেতা নেত্রীরা মানুষ মানুষ করে পাগল। ভাবটা এমন আমার সঙ্গে যারা আছে তারা সব মানুষ। ওদের দলে মানুষ কোথায়! মানুষ ওদের পরিত্যাগ করেছে। এসবের মধ্যে সাধারণ মানুষ পড়েছে বেকায়দায় তারা আসলে কোনও দলের মানুষ তাই ভেবে।

ভারতীয় গণতন্ত্রে মানুষ হল শালগ্রাম শিলা। ভাল–মন্দ সবকিছুই একে সামনে রেখে। রাজনীতির ময়দানে মানুষই মানুষকে মারে মানুষের কল্যাণের দোহাই দিয়ে। গণতন্ত্রের অদ্ভুত মহিমা। স্বাধীনতার পর দেশীয় শাসনে এ রাজ্যে রাজনীতির উত্থান পতনের ইতিহাস দীর্ঘ। কখনও তা রক্তক্ষয়ী আবার কখনও নিঃশব্দ ভোট বিপ্লব। কিন্তু মনে রাখবেন সবই মানুষের জন্য। এ রাজ্যে দাঙ্গা হয়েছে মানুষের জন্য। এ রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে মানুষের জন্য। ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ট্রাম পুড়েছে। অরাজকতায় ভরেছে শহর, সবই মানুষের জন্য। নকশাল নামে বাম আন্দোলন, 'মিশা' আইনে আটক করে সরকারি নিপীড়ন তাও মানুষেরই জন্য।

অবশেষে মানুষের জন্য ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসী ভোট ঘোঁট পেরিয়ে সরকার পরিবর্তন। শুরু হল মানুষের জয়যাত্রা। মরিচঝাঁপির গণহত্যা, আনন্দমার্গী হত্যা, বানতলা, ধানতলা, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, নেতাই, ছোট আঙ্গারিয়া, সরকারি নিষ্ক্রিয়তা আবার অতিসক্রিয়তা সবই কিন্তু মানুষের জন্য। এমনকি রাজ্যে কম্পিউটার, অটোমেশানের বিরুদ্ধে বাম আন্দোলনও মানুষেণ জন্য। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বিপ্লবী, প্রগতিশীল, সর্বহারার সরকার মানুষের জন্য এত কাজ করেছে যে মানুষ নিজেই ক্লান্ত হয়ে বদলের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

মানুষ যখন চেয়েছে বদল হয়েছে। চারিদিকে যেমন উন্নয়নের ফুল ফুটেছে তেমনি আবার সারদাসহ চিট ফান্ডের কাদা ছিটোচ্ছে। মনে রাখতে হবে সবই কিন্তু মানুষের জন্য। এমনকি চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত নেতাদের সমর্থনে মিছিল তাও মানুষের জন্য। সিন্ডিকেট, দলীয় নেতা–কর্মী–সমর্থকদের হাতে পুলিশ নিগ্রহ। সেটাও মানুষের জন্য। গত ৩৯ বছর ধরে রাজ্যে শিল্প আসছে না, চালু শিল্প বন্ধ হচ্ছে ভুললে চলবে না সবই কিন্তু মানুষের জন্য। নতুন সরকার এল, সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপি, আনন্দমার্গী হত্যার তদন্তের সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু কিছুই হল না। নিশ্চয় মানুষের জন্য। এতদিন যারা শাসন করল তাদের সরিয়ে স্লোগান দিচ্ছে আরও আর এক দল। নেমে পড়েছে ভোটের ময়দানে। বলছে আগের থেকে ভাল করবে তারা। নিশ্চয়ই মানুষের জন্য।

দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে শাসনক্ষমতায় থাকা মানুষের জন্য কাজ করা দলগুলোর নিজেদের প্রতি অগাধ আস্থা এত প্রবল যে তারা ভাবছেন মানুষ তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য তৈরি। এই আবহে আসল বিপদে পড়েছে মানুষ। পাড়ায় পাড়ায় এখন ভোট ফেরিওয়ালাদের প্রচারে মন ঝালাপালা। অতীতের হিসেব মিলিয়ে যখন ভোট মেশিনের মুখোমুখি হতে হবে তখন পর্যন্ত মন স্থির রাখা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও এই তো সুযোগ বলে ঝাঁপ মারতেই হবে। গণতন্ত্রে মানুষের অধিকার যে এইটুকুই একবার বোতাম টেপা আর পাঁচবছর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা সার্কাসের খেলা। ভাল না লাগলেও কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ না ফের বোতামের সুযোগ আসছে। সেই সুযোগ এসেছে। মন স্থির করতেই হবে।

স্কেচ : মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

আর্থিক বৃদ্ধি ছুঁতে পারে নয়া উচ্চতা

বাজেট–বর্ষার জোড়াফলায় বাড়ার পথে বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

বাজেটমুখী বাজার। না বাজারমুখী বাজেট। এই প্রশ্ন বোধহয় শেয়ার বাজার বহুকাল ধরেই হাতড়ে বেড়াচ্ছে। আগেকার দিনে বাজেটের ওপর শেয়ার বাজারের এক বছরের গন্তব্য অনেকটাই নির্ভর করত। এখন সেখানে খানিকটা ভাঁটা এসেছে। আসলে বিশ্বায়নের ইঁদুরকলবন্দি হয়ে বাজার এখন অন্য গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। তাও বাজেটকে নিয়ে উত্তেজনা হার মানাতে পারে যে কোনও থ্রিলার ছবির হাড়হিম করা সাসপেন্সকে। এই ইঁদুর দৌড়ে কখন যে কে এগিয়ে যাবে আর কে পিছবে তা নিয়ে চলতে থাকে অবিরাম চর্চা। এই সাপ–লুডো খেলার মুহূর্তটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত যারা বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের কাছে তো অরুণ জেটলির পেশ করা এবারের বাজেটের পরিমাপই আলাদা। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জোরকদমে শুরু হয়েছে বাজেট–সপ্তাহ। যার দিকে হা–পিত্যেশ করে তাকিয়ে ছিল গোটা দেশ।

ভারত এর আগেও একাধিক বাজেট পেশ দেখেছে। কংগ্রেস আমলের বাজেট হোক বা বিজেপির গেরুয়া বাজেট সবের মূল দিশা এখন সংস্কারের দিকে ধাবিত হয়। নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্বায়ন পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসার তালে তালে ধাপে ধাপে সংস্কারের আবহের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে গোটা দেশ। এর নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে গত ১০ বছর ধরে যে ইউপিএ–সরকার দেশ পরিচালনা করেছে তার মূল আর্থিক নীতির কারবারী ছিলেন যাঁরা সেই প্রণব মুখোপাধ্যায়, মনমোহন সিং, পি. চিদম্বরমরা বরাবর এই সংস্কারমুখী বাজেটে নজর দিয়েছেন। তবে যাদের নাম উল্লেখিত হল তাদের মধ্যে একমাত্র প্রণববাবু তুলনামূলকভাবে একটু সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় অতটা আক্রমণাত্মক হননি তাঁর অর্থমন্ত্রী থাকার সময়ে। কিন্তু মনমোহন–চিদম্বরমরা আর্থিক সংস্কারকে যেভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন তার বালাই করেননি অন্যরা।

বিজেপি যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্কারের রথের সারথি হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যাশা ছিল এবার বুঝি সংস্কারের চাকা নিজেদের মতো করে ছোটাতে পারবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। সে গুড়ে যে বিস্তর বালি ছেটাবে বিরোধীরা প্রাথমিকভাবে তা বোঝা যায়নি। যত দিন গড়াচ্ছে মোদি সাহেবের অশ্বমেধের ঘোড়া ততই আটকে যাচ্ছে বিরোধীদের সম্মিলিত বিরোধিতায়। এদের মধ্যে অদ্ভুত সহাবস্থান দেখা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল এবং তাঁর কট্টর বিরোধী বামেদের। আসলে বিজেপি ভীতি এমন অনেক যুযুধান প্রতিপক্ষকে মিলিয়ে দিয়েছে। বিহারে যার সর্বোকৃষ্ট উদাহরণ নীতিশ কুমার এবং লালু যাদবের মিত্রতা।

এদের সঙ্গে বিজেপির বাজেটের বিরুদ্ধে এক মঞ্চে আসীন হতে চলেছেন মুলায়ম সিং যাদব, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া এবং দিল্লিতে ম্যাজিক জয় ছিনিয়ে নেওয়া অরবিন্দ কেজরিওয়াল। খুলে–আম সংস্কারের বিরোধিতায় এই তথাকথিত বিরোধীদের সুর একেবারে পঞ্চগ্রামে উঠে গিয়েছে। এখন অর্থনীতির নিরিখে মাপতে গেলে এই ধরনের বিরোধিতা তো আদৌ বাজারকে সমৃদ্ধ করবে না। তবে এর আবার বিরুদ্ধ মতও বিদ্যমান। এই মতাবলম্বীদের বক্তব্য, বিরোধিতার ব্যাপারটা রাজনীতির স্তরে সীমাবদ্ধ। এখানে বাজারের খুব বেশি প্রভাবিত হওয়ার কারণ নেই। তবে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না এই বিরোধিতার বাতাবরণকে। কারণ এদেশের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের একটা বড় অংশ বিদেশি বা এফআইআই। এদের কাছে ভারতের আর্থিক বাজার ইতিমধ্যেই সুনজরে রয়েছে। বিশেষ করে চিনের থেকেও ভারতীয় বাজার অনেকটাই উন্নতির পথে আছে।

চিনের বাজারে যদি বামপন্থা পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় উলটো দিকে আবার ভারতে এই সময়ে মোদি–জেটলি যে উদার নীতির কক্ষপথ খুলে দিচ্ছেন তা অনেকটাই সমীচিন। সারা দুনিয়াতে আর্থিক ভাঁটার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে প্রজ্জ্বল্যমান ভারত। বিশ্ব অর্থনীতির বিচারে ভারত যেন এক উজ্জ্বল সূর্য। যে শুধু আলো দেয় না লগ্নিকারীদের সম্পদেও ভরপুর করে দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাজেট সপ্তাহ দারুণ গুরুত্ব পাচ্ছে এদেশে। তাতে করে বলে দেওয়া যায় ভারত যা ভাবে আগামী দিনে তা চিন্তা করবে গোটা বিশ্ব। এই উক্তির মর্মার্থ হল ভারতীয় বাজেটের দিকে এখন সারা দুনিয়ারও সমান নজর রয়েছে।বিশেষজ্ঞরা। কারণ মিঠা বাজেট বলতে জনমোহিনী বাজেট। যা সংস্কারের গতিপথকে রুদ্ধ করে। আবার কড়া বাজেট বলতে একেবারে তিক্ত স্বাদের তা নয়। বলা যেতে পারে তিতকুটে এবং মিষ্টির মেলবন্ধনে একটা ককটেল বাজেট পেশ হওয়ার সুযোগ ছিল এবার। তবে বিনিয়োগকারী এবং অবশ্যই বিদেশিদের নেশা ধরে যাতে সেদিকটায় আলোকপাত করা হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে প্রাক বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় তাতে দেখা যাচ্ছে এবার ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ওপর অনেকটাই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আর্থিক বাজেটে প্রতিরক্ষা সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগের পথ খুলে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি মোদি বর্ণিত মেক ইন ইন্ডিয়া পলিসিকে আলাদাভাবে দেখা হচ্ছে। মোদি সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এখন থেকে আমেরিকার পেন্টাগন আর অস্ত্র রপ্তানি করবে না এদেশে। বরং বিদেশের উন্নত প্রযুক্তি এবং ভারতীয় মেধার যুগলে এক নতুন ছবি উঠে আসবে এই বাজেটে। মোদির এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে দেশের বিভিন্ন সেক্টরের মাপকাঠি পালটে যাবে। এর ফলে রকেটের গতিতে ধাবিত হবে ভারতের উন্নয়নের গ্রাফ। এই ছবিটা যেমন ইতিবাচক আবার সব কিছুই এত তাড়াতাড়ি ম্যাজিকের মতো বদলে যাবে তা নয়। প্রথমেই যেটা উল্লেখ করা হয়েছে রাজনৈতিক বিরোধিতা বরাবর এই উন্নয়নকে সঙ্কুচিত করে আসছে। যে বিরোধিতার দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে তা সহজে নেভার নয়। শুধুমাত্র অর্ডিন্যান্স জারি করে বিল পাস করানো যাবে না তা ভালো মতো বুঝেছে মোদি সরকার। কারণ এর আগেও বিভিন্ন অধিবেশনে এভাবে সরকারের মুখ পুড়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এভাবে অর্ডিন্যান্স জারি করে বিল পাস করার বিরোধী। তিনি কপিবুক বা রক্ষণশীল পন্থা মেনে চলে এসেছেন আবহমানকাল। সেই ধারা আশা করছেন বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের থেকেও। এই দিকে অবশ্য হালফিলে টনক নড়েছে প্রধানমন্ত্রীর। মুলায়ম–লালুর পারিবারিক বৈবাহিক অনুষ্ঠানকে এই মেলবন্ধনের মঞ্চ হিসেবে বেছেও নিয়েছেন মোদি। যাকে ক্রিকেটীয় পরিভাষায় বলা যায় গুড টাইমিং। এখন টাইমিং ঠিক হলেই তো চলবে না। জেটলির হালুয়া, থুরি বাজেটকেও সংস্কার এবং সাধারণের মধ্যে সমন্বয় রেখেই চলতে হবে।'

প্রথমদিকে মনে করা হচ্ছিল এবারের সাধারণ বাজেট বোধহয় জনদরদী টাইপের হল। অন্ততপক্ষ জেটলির পেশ করা বাজেটে সেইরকম গন্ধ পেয়েছিলেন দেশি বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ধারেভাবে আমাদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকা বিদেশিরা দেশি বিশেষজ্ঞদের এই চিন্তা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে হেঁটেছেন পুরো উলটো দিকে। এফআইআইদের অনুধাবন অনুযায়ী এই বাজেট অনেকটাই ভালো। সস্তার জনপ্রিয়তা অর্জন নয়, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক দেশের উন্নয়নকে সবার আগে পাখির চোখে করেছে এই বাজেটের মাধ্যমে। তাছাড়া ক্রমাগত সুদের হার কমানোর যে পথ তৈরি হয়েছে তাতে এই বাজেটের একটা বড় ভূমিকা আছে। অর্থাৎবাজেটের দ্বারা চ্যানেল নির্মিত হয়েছে সুদের হার কমানোর।

আরও একটা বিষয়ে না উল্লেখ করলেই নয়। সেটা হল এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের ইতিবাচকতার পাশাপাশি প্রকৃতি দেবতাও হয়তো মুখ তুলে চাইতে চলেছে। যার সবথেকে বড় উদাহরণ এবার সারা দেশে বর্ষা স্বাভাবিক ছন্দে হওয়ার খবর। এর ফলে অর্থনৈতিক গ্রোথ অনেকটাই প্রভাবিত হবে তা বলাইবাহুল্য। এল নিনোর দাপট কমার ফলেই বর্ষার স্বাভাবিকতা এবং ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি বাড়ার প্রভূত সম্ভাবনা।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ এপ্রিল – ২২ এপ্রিল, ২০১৬

মেষ: মানসিক শান্তি এখনই আসবে না। উদ্বিগ্নভাব থেকেই যাবে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভে আপনি কিছুটা উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। লেখাপড়ায় শুভ হবে। কর্মস্থলে বাধার মধ্যেও সুনাম পাবেন।

বৃষ: আয় ভালই হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন এবং খরচের যোগও রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কবিত্ব শক্তি বা লেখনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।

মিথুন: কর্মে উন্নতি অথবা নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। অন্যের সঙ্গে বুঝে কথা বলবেন।

কর্কট: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে সকল কাজ সুন্দরভাবে করতে পারবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহে শান্তি থাকবে না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। কিন্তু দায়িত্ব বাড়বে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও খরচ প্রচুর বাড়বে।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা–ভাবনা করবেন। কথাবার্তায় সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা বিপদে পড়তে পারেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষত্ব থাকবে।

কন্যা: নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের পদোন্নতির শুভ যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। অযথা মাথা গরম করবেন না। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তুলা: বাধার মধ্যেও সাফল্যের আশা দেখতে পাবেন। আর্থিক মোটামুটি শুভ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। স্নেহ–প্রীতির যোগ থাকলেও ততটা শুভ ফল পাওয়া যাবে না। ভাগ্যের শুভ প্রভাবে অনেকটা এগিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: লেখাপড়ায় শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে তেমন শুভ ফল আশা করা যায় না। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। রক্ত চাপের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। উন্নতির যোগ।

ধনু: ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। আয় মোটামুটি শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা। উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাতে আপনি লাভবান হবেন। আপনার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিকতা থাকবে।

মকর: ব্যবসা–বাণিজ্যের দিক থেকে আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ লাভযোগ দেখা যায়, যোগাযোগমূলক কাজে ধীরে ধীরে হাত দিতে পারেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়, কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ। সাবধান না থাকলে ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

কুম্ভ: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে বাধা আসবে, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ও বন্ধুত্ব যোগ শুভ ফলের নির্দেশ করে। সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক উন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

মীন: শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবনে। ভ্রমণে বাধা।

১৫০ তরুণ–তরুণীকে পাইলটের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কমার্শিয়াল পাইলটের প্রশিক্ষণ দেবে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি। এটি অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স (সিপিএল) কোর্সে দেড় বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তবে কর্তৃপক্ষ মনে করলে কোর্সের মেয়াদ বাড়তে পারে। একইসঙ্গে বিএসসি (অ্যাভিয়েশন) কোর্সও পড়া যাবে। ডিগ্রি দেবে কানপুরের ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়। এক্ষেত্রে কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর।

মোট আসনসংখ্যা ১৫০টি। এর মধ্যে তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ২৩টি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ১১টি এবং ওবিসিদের জন্য ৪১টি আসন সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অঙ্ক ও ফিজিক্সে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ (তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে এবং বিষয়টিতে পাশ করে থাকতে হবে।

কোর্স শুরুর সময়ে বয়স হতে হবে ১৭ বছরের মধ্যে।

প্রার্থী বাছাই হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া থাকবে ইন্টারভিউ ও নথিপত্র যাচাই এবং পাইলট অ্যাপ্টিটিউড বা সাইকোমেট্রিক টেস্ট। অনলাইন পরীক্ষা ২৮ মে। পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইংলিশ, ম্যাইস, ফিজিক্স, রিজনিং ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রশ্ন হবে। কোনও নেভেটিভ মার্কিং নেই। ইন্টারভিউ, নথিপত্র যাচাই এবং পাইলট অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট শুরু হবে ২৭ জুন।

কোর্স ফি : ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পরিশোধ করতে হবে ৪টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে। ইউনিফর্ম, পড়াশোনার সামগ্রী, এক্সামিনেশন ও লাইসেন্স ফি–সহ বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত দেড় লক্ষ টাকা দিতে হবে। হোস্টেলে থাকা–খাওয়া বাবদ খরচ (মাসিক ১০,০০০টাকা) আলাদা।

অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.igrua.gov.in ওয়েবসাইটের 'IGRUA ENTRANCE'–এ ক্লিক করলে বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। ৬ মে পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৬,০০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ফি দিতে হবে। অথবা ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায়।

উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড পকরা যাবে ১৮ মে থেকে। বিশদ তথ্য পাবেন উল্লিখিত ওয়েবসাইটে।

রামকৃষ্ণ মিশনে কারিগরি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেবে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পবিদ্যালয়। এটি একটি বেসরকারি আইটিআই।

অন্তত মাধ্যমিক পাশ তরুণরা ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ও অটোক্যাড–সহ ড্রাফটসম্যান (সিভিল বা মেকানিক্যাল) ট্রেডে আইটিআই কোর্স পড়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। প্রশিক্ষণ শেষে এনসিভিটি সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

অন্তত দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে থাকলে (মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ) ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স বা প্লাম্বিং বা স্যানিটেশন–কাম–ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছর। সার্টিফিকেট দেবে রামকৃষ্ণ মিশন।

ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা নেই। তবে প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে থাকার জন্য মেস পাওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। ৩ থেকে ৩১ মে, সোমবার ও অন্যান্য ছুটির দিন ছাড়া, বেলা সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টে (রবিবার দুপুর ১টা) পর্যন্ত প্রসপেক্টাস–সহ আবেদনের ফর্ম পাওয়া যাবে। পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দেবেন হাতে হাতে।

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা : রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পবিদ্যালয়, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া–৭১১ ২০২। ফোন : ২৬৫৪ ২০৮০। আরও তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট : www.rkmshilpavidyalaya.ac.in

FREE OFFER

যে কোনও অনুষ্ঠানে Digital HD Photo, Video, Photography ও Still Photo যত্ন সহকারে তোলার জন্য অর্ডার দিন এবং পুরী, দীঘা, দার্জিলিং–এ ফ্রি হানিমুন এর Offer নিন। Mob : 9062403030

Jharna Electronics & Telecom

Colony More, Nabapally, Barasat, (Near Reliance Fresh), North 24 Pgs.

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**–শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

চন্দননগরে জোর প্রচার বিজেপির

মলয় সুর, চুঁচুড়া : চন্দননগর পুরনিগমের ৩৩টি ওয়ার্ড এবং ভদ্রেশ্বর পুরসভার ২২টি ওয়ার্ড নিয়ে চন্দননগর বিধানসভা। এবারের বিজেপি প্রার্থী তন্দ্রা ভট্টাচার্য। তাঁর বাড়ি চন্দননগর শহরেই। বাড়ির লাগোয়া বিজেপির দলীয় অফিস। প্রতিদিন সকাল–বিকালে দলীয় সমর্থকদের নিয়ে ১৫–১৬ কিলোমিটার হাঁটছেন।

১৯৭৯ সালে ডঃ তৃপ্তিরতন দত্তের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পুরোমাত্রায় রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে পথচলা শুরু করেন। তাই তৃপ্তিরতন দত্ত তাঁর রাজনৈতিক গুরু। সেই শিষ্য বর্তমানে বিজেপির বিধানসভার প্রার্থী হয়েছেন। যদিও তিনি ১৯৯৬ সালে এই বিধানসভা থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। এখানে মোট ভোটার ২ লাখ ১২ হাজার ৭০০ জন। তন্দ্রাদেবী বলেন, জেলায় জেলায় পুলিশ প্রশাসন শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন। পাট শিল্পের পরিস্থিতি নিয়েও শাসকদলের সমালোচনা করেন। আগে কোনও শিল্পদ্যোগের কথা উঠলেই বাংলার কথা উঠত। কিন্তু তৃণমূলের আমলে সেইসব শিল্প বরবাদ হয়ে গিয়েছে। চা শিল্পের জায়গায় এখন বোমা তৈরি শিল্প। বোমায় ভাল রোজগার হচ্ছে। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর বর্ধমান জেলায় খাগড়াগড় এলাকায় নরুল হাসান চৌধুরীর বাড়িতে ঘটেছিল ভয়াবহ বিস্ফোরণ কান্ড। তাই বিজেপির তরফে আমরা পরিবর্তন চাইছি। তন্দ্রা আরও বললেন, যুদ্ধে নামা তো জেতার জন্যই। অবশ্যই জিতব। প্রচারও প্রায় কিছুটা বাকি রয়েছে। দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীরা জর্জরিত। দুর্নীতিগ্রস্তদের রক্ষা করছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 'সিন্ডিকেটের মাথা'। অন্যদিকে চন্দননগর শহরে একের পর এক জলাভূমি ভরাট হয়ে বহুতল তৈরি হচ্ছে। এছাড়া গঙ্গা থেকে অবৈধ বালি তুলছে। গঙ্গার নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। এই শহরের মানুষ তৃণমূল নেতাদের কাজকর্ম দেখেছেন। মানুষ তৃণমূলের উপর বীতশ্রদ্ধ। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে এসব বন্ধ করে দেওয়া হবে। চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালটি সম্পূর্ণ নতুনরূপে সাজানোর অঙ্গীকার করছে বিজেপি যাতে সাধারণ গরিব রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি হলে ঠিকমত পরিষেবা পায়। এদিকে মানকুন্ডু আলতাড়া রোডে পশু হাসপাতালটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পুনরায় চালু করার ইচ্ছা রয়েছে। জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটে চাঁপদানি এলাকায় বিজেপির বাপি লাহিড়ী তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে অনেকগুণ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। তবে এবারে বিজেপি একটা বিরাট সংখ্যক ভোট কাটবে। মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁর সর্বক্ষণের সৈনিকরা হলেন মন্ডল সভাপতি নিত্য ঘোষ দস্তিদার, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকনাথ সাউ, প্রদীপ সমাদ্দার, সুজয় দাস, মোহন দাস, গৌতম বন্দোপাধ্যায় (নরেন) সুনীল দাস, কমলা করগুপ্তা, শশীপ্রভা চৌধুরী (কাউন্সিলার), আশিস গুপ্তা, সোমা দাস প্রমুখ।

লাল দুর্গ গোসাবায় পদ্মের থাবা

বিশ্বজিৎ পাল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ১২৭ গোসাবা (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রটি লাল দুর্গ হিসাবে পরিচিত। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্টের শরিক দল আরএসপি ক্ষমতা দখলে রেখেছিল। তবে ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের হওয়ায় পালা বদল হয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ন্ত নস্কর জয়ী হয় আরএসপি–র সমরেন্দ্র মন্ডলকে হারিয়ে। ১৯৭৭ থেকে একটানা এই কেন্দ্রে জয়ী হন আরএসপির গণেশ মন্ডল। এমনকি তিনি রাজ্যের সেচ মন্ত্রীও ছিলেন দীর্ঘ ৯ বছর।

২০০৫ সালে গণেশ মন্ডলের মৃত্যুর পর এই কেন্দ্র থেকে আরএসপি প্রার্থী চিত্ত মণ্ডল জয়ী হন। ২০১১ সাল থেকে লাল দুর্গে ভাঙন লাগে। তবে ১৯৫২–৫৩ সালে গোসাবা কেন্দ্র থেকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দল জনসংঘের প্রার্থী গিরিন্দ্র মন্ডল জয়ী হয়েছিলেন। ফলে বিজেপির ভাবধারা এই কেন্দ্রের মানুষকে স্পর্শ করে। তবে কংগ্রেস এবং ৩৪ বছর বাম জমানায় বিজেপির উপস্থিতি প্রায় ফিকে হয়ে গিয়েছে। গত বিধানসভায় এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রায় ১২ হাজার এবং ২০১৪ সালের লোকসভায় প্রায় ৫ হাজার ভোট পায়।

এমনকি লোকসভা নির্বাচনে মোদি হাওয়া এই কেন্দ্রে থমকে যায়। তবে ২০১৪ সাল থেকে লাল দুর্গে ভাঙন আরও চওড়া হয়েছে। বেশির ভাগ আরএসপি–সিপিএম কর্মী সমর্থক তৃণমূল ও বিজেপিতে যোগদান করে। ফলে দুর্বল বিজেপির সংগঠন চাঙ্গা হতে থাকে। এবারের নির্বাচনে গোসাবা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কুমার নায়েক, তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ন্ত নস্কর, আরএসপি–র উত্তম সাহা, এসইউসি–র দিলীপ মণ্ডল। বর্তমানে এই কেন্দ্রের ভোটার ২,১১,৮৬৪ জন। ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্রটি। ১৬টির মধ্যে ২টি পঞ্চায়েত বামেদের দখলে। বাকিগুলি তৃণমূলের দখলে। বিজেপির তরুণ তুর্কী প্রার্থী সঞ্জয় কুমার নায়েক কয়েকশো যুব কর্মী নিয়ে মাঠে–ময়দানে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে, জলপথে নৌকা করে

ভোট প্রচারে নজর কেড়েছেন ভোটারদের মধ্যে। এমনকি ভোট প্রচারে বামফ্রন্টের প্রার্থীর চেয়ে অনেক এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী। সঞ্জয়বাবু ভোটারদের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়ে লড়াইটা তৃণমূলের সঙ্গে কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন বলে মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। অতি গরমকে উপেক্ষা করে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কুমার নায়েক কয়েকশো কর্মী নিয়ে নৌকাপথে রাধানগর–তারানগর, বালি ১ ও ২, বাগনান, রাঙাবেড়িয়া, চুনাখালি, কুমিরমারি সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিনবভাবে ভোট প্রচার করে ভোটারদের মধ্যে সাড়া ফেলেছেন। সঞ্জয় বলেন আমি ইংরাজিতে এমএ পাশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নকে সামনে রেখে ভোট প্রচার করছি ভোটারদের মধ্যে। নির্বাচনে জয়–পরাজয় আছে। দুটিকেই হাসি মুখে মেনে নিতে হয়। মানুষই শেষ কথা বলবে।

দীর্ঘ ৩৪ বছরে বিগত বাম সরকার শুধু সুন্দরবন নয়, সারা বাংলাটাকে পিছিয়ে দিয়েছে। এখানকার মানুষ আমায় জয়ী করলে আমি চেষ্টা করবো এখানকার সার্বিক উন্নয়নের। বিশেষ করে গোসাবা পর্যন্ত রেলপথ। এই কেন্দ্রে লবন ও মধু শিল্প গড়ে তোলার জন্য।

এমনকি এই কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটক কেন্দ্র, বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমে নোনা মাটিতে বহু ফসলি চাষাবাদের উন্নয়ন। পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, সেচ, বাঁধ বহু বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ। তিনি আরও বলেন এই কেন্দ্রে সাধারণ মানুষ ব্যাপক সাড়া দিচ্ছে। মানুষ দুহাত তুলে আর্শীবাদ করছে। তাই মূলত এই কেন্দ্রে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি–র লড়াই হবে। জয়ের বিষয়ে আমি আশাবাদী। এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বে ৫টি জনসভা হবে। আগামী ২৫ এপ্রিল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ নির্বাচনী জনসভা করবেন এই কেন্দ্রে।

এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও রাহুল সিনহা, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়রা জনসভা করবেন। চারদিকে পদ্ম ফুটবে বলে আমি আশাবাদী। এককথায় গোসাবার লড়াই এবার জমজমাট।

ভোটের পাঁচালি

আদিবাসীদের নৃত্যের তালে মনোনয়ন তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ৮ এপ্রিল শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সওকাত মোল্লা এবং বাসন্তী কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী পঙ্কজ রায়। জীবনতলা থেকে ক্যানিং মহকুমা কার্যালয় পর্যন্ত ২৮ কিমি পথ পায়ে হেঁটে আসেন সওকাত মোল্লা। সঙ্গে ছিল প্রায় ১৫ হাজার কর্মী সমর্থক। পুরো পথ আদিবাসী মহিলারা নৃত্য পরিবেশন করে ধামসা–মাদল, ঢাক–ঢোলের তালে। মনোনয়ন পত্র জামা দিয়ে সওকাত মোল্লা বলেন এই কেন্দ্রে রেকর্ড মার্জিনে জয়ী হব বলে আমি আশাবাদী। এই কেন্দ্রে ৬৩ শতাংশ সংখ্যালঘু মানুষের বসবাস। ৩৪ বছরে সিপিএম এখানে কিছুই করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে। বিদ্যুৎ ও পানীয় জল প্রায় এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে। সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এমনকি স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ স্পর্শ পেয়েছে এই বিধানসভা কেন্দ্রে। তাই উন্নয়নকে সামনে রেখে ভোট প্রচার করছি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে। এ দিন রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মত। অন্যদিকে একেবারে অনাড়ম্বর ভাবে কর্মী সমর্থক ছাড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন ১২৮ বাসন্তী (এসসি) কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পঙ্কজ রায়, সভাপতি শক্তি মণ্ডল প্রমুখ।

পায়ে পায়ে প্রচারে মহেশতলার বিজেপি প্রার্থী কার্তিকচন্দ্র ঘোষ। নারদা–সারদাকে হাতিয়ার করে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছেন এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী।

সাতগাছিয়ার বিজেপি প্রার্থী সপ্তর্ষী ঘোষ বড়কাছারিতে পুজো দিয়ে সমর্থকদের সঙ্গে প্রচারে। **ছবি : অরুণ লোধ**

ভাইদাসের লেখায় মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম জীবনে ট্রেনে ফেরি করা চা বিক্রেতার জীবন ধর্ম, কর্মকে এক মলাটে বন্দি করলেন বাংলার রেল হকার ভাই দাস। হুগলির শেওড়াফুলিতে জন্ম, কেটেছে ছেলেবেলাও। আর্থিক টানাটানি ও সামাজিক চাপে লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। তবে প্রতিবন্ধকতাকে দুমড়ে মুচড়ে ফিরেছেন সমাজের মূল স্রোতে। তরুণ বয়স থেকেই লেখালেখির অভ্যাস। এর আগেও ভাইদাসের বই বাংলার রাজনৈতিক মহলে সাড়া ফেলেছিল। ২০০৯–এর শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে 'একাই একশো মমতা ব্যানার্জি' প্রকাশিত হওয়ার পর হঠাৎ করেই প্রচারের আলোতে এসে যান ভাই দাস। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে লিখেছেন ষোল পাতার বই। উন্নয়নের প্রতীক নরেন্দ্র মোদি শিরোনামের বইটি কলকাতার শ্রীগুরু প্রকাশনী সংস্থা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের পাতায় পাতায় উঠে এসেছে নরেন্দ্র মোদির জন্ম, কর্ম, জীবন, রাজনীতি, গুজরাট মডেল ইত্যাদির হাজার তথ্য। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা স্বয়ং দরাজ প্রশংসা করেছেন ভাই দাসের এই বইটির। দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সামনে রেখে ভাই দাসের এ প্রকাশনা মন কেড়েছে বিজেপি নেতা কর্মী থেকে মোদি অনুরাগীদের। বিধানসভা ভোটের মুখে তাই ট্রেনে–বাসে, বিজেপির হেভিওয়েট নেতাদের জনসভায় বিক্রি হচ্ছে দেদার। খুশি ভাই দাসও। কারণ তার বই বিক্রির ওপরই চলে তার সংসার।

সোনারপুরে সিন্ডিকেট ব্যবসায় রমরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত পাঁচবছর ধরে সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগমের এলাকায় সিন্ডিকেট ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে বলে অভিযোগ। বিরোধীদের দাবি ফিরদৌসির স্বামী নজরুল আলি মন্ডল গত পাঁচ বছরে কোটি কোটি টাকা তৈরি করেছে বিধায়ক স্ত্রীর দৌলতে। নজরুল মন্ডল কাউন্সিলর ভোটে দাঁড়িয়ে নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে সোনারপুর পুরপ্রধানের পরিষদ সদস্য হিসেবে জল দপ্তর পেয়েছেন। কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট নন কারণ তার ইচ্ছা ছিল চেয়ারম্যান হওয়ার। সুতরাং বর্তমানে স্ত্রী ফিরদৌসি বেগম দ্বিতীয় বারের জন্য লড়াই করছেন বিধায়ক হওয়ার জন্য। কামালগাজী এলাকায় অনেক দিন ধরে জমির মূল্য বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে কারণ শহরের লাগোয়া এর উপর মেট্রো স্টেশন খুব কাছে পিঠে। সম্প্রতি কামালগাজী ব্রিজ হতে আরও রমরমা। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সমীক্ষায় উঠে আসছে সোনারপুর উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী ফিরদৌসি বেগমের হার নিশ্চিত। কিন্তু এর ব্যাখ্যা কি? ফিরদৌসি বেগমের নিজস্বতা বলে কিছু নেই। সব কিছুই স্বামীর দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং ফিরদৌসি স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। সেই অনুযায়ী সিন্ডিকেট ব্যবসা চলে নজরুলের পরিচালনায়। নজরুলের দল দুটি ভাগে বিভক্ত। নজরুল নিজের দলকে বেশি করে টাকা দিচ্ছে ও কাজ পাইয়ে দিচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। অন্য দল যারা পার্টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তারা এখন ব্রাত্য। সেই কারণে বিধানসভার নির্বাচনে ব্রাত্য দলটি নজরুলের বিরোধী হয়ে যাওয়ার ফলে হারতে পারে ফিরদৌসি যা সমীক্ষায় উঠে আসছে। এছাড়া ওখানকার জমিগুলো বেশি দাম দিয়ে নজরুল কিনে নিচ্ছে। নজরুলের ডান হাত বলতে বিশ্বজিৎ ওরফে নন্দ নামে পার্টির কর্মী। এই নন্দ সিন্ডিকেট পরিচালনা করে এবং সমস্ত খবরাখবর দেয় নজরুলকে।

এবার আসা যাক ওয়ার্ড নম্বর ২৮–এ নমিতা দাস কাউন্সিলর। তাঁর দাদা গোপাল সাহা ওয়ার্ড কমিটির প্রেসিডেন্ট ও নরেন্দ্রপুর টাউন তৃণমূলে কংগ্রেসের সভাপতি। সিন্ডিকেট ব্যবসায় এক নম্বরে আছেন। আগে চালাতেন অটো।

তৃণমূল করার পর বিল্ডিং মেটেরিয়াল সাপ্লাই করে দশ চাকার লরি কেনেন। সেই লরিতে করে সিন্ডিকেট ব্যবসায় পাথর, ইট, বালি সরবরাহ করে নজরুলের এলাকায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পল্লবকান্তি ঘোষ। নিজের কনস্ট্রাকশন ব্যবসা আছে বলে লোক দেখানো হচ্ছে। পার্টি ছত্রছায়ায় জয়নগরের বাসিন্দা বেশ ভালো ভাবেই সিন্ডিকেট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। গড়িয়ায় সিন্ডিকেট ব্যবসায় রমরমিয়ে চলছে যাদের তারা হলেন কামালগাজীতে বিশ্বজিৎ, মহামায়াতলায় প্রদীপ চক্রবর্তী বা পাপ্পু, বোড়ালের একটা অংশে মলয় মুখোপাধ্যায়, গোপালের অধীনে সিন্ডিকেট ব্যবসায় চালায়। এই মলয় সিপিএম থেকে তৃণমূলে এসে নজরুলের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই গোপালের ছত্রছায়ায় আছে বেশ কিছু দাগি মস্তান যাদের না হলে গোপাল এক পা এগোতে পারে না। কাল্টু গোস্বামী, রাজু গোস্বামী, বাবু ঠাকুর, জিকো দাস, দালাল বড় ভাইরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে মানুষদের বক্তব্য।

নজরুলের বক্তব্য আমি কোনও সিন্ডিকেট ব্যবসায় সঙ্গে জড়িত নেই ওখানে বহু প্রোজেক্ট হচ্ছে ডেভেলপার নিজেরাই কথা বলছে সিন্ডিকেটে যারা যুক্ত তাদের সঙ্গে। গড়িয়ার অমিত গঙ্গোপাধ্যায় বেশ বড় ধরনের প্রমোটার তার সঙ্গে সিন্ডিকেটের মারপিট হয় মাল নেওয়া নিয়ে। এরপর তাকে বাধ্য হয়ে সিন্ডিকেটের সঙ্গে ২২ লক্ষ টাকা দিয়ে রফায় যেতে হয়। নজরুল আলি মন্ডল যতই শাক দিয়ে মাছ ঢাকুক না কেন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নেতা থেকে আরম্ভ করে এলাকার মানুষ বিশ্বাস করে না যে মাত্র সাড়ে চার বছরে কোটি কোটি টাকা করলো কি করে যে নিজেকে পরিচয় দেয় স্কুল মাস্টার বলে। সূত্রের খবর কামালগাজীতে গ্রিন পার্কে প্রোমোটার নান্টু সাহা ২৫০০ স্কোয়ার ফিটের ডুপলেক্স ফ্ল্যাট নজরুলকে উপহার দেয়। এছাড়া একটি গ্যারেজও। এরকম কত নান্টু সাহা কামালগাজীতে পেল্লাই পেল্লাই বাড়ি করে উপহার স্বরূপ প্রদান করেছে নজরুলকে। এরাই মুখোশের আড়ালে জনগণের কাছে ভালো মানুষ হতে চাইছে।

মহানগরে

পাঁচ বছরে ধনদৌলত ফুলে ফেঁপে কলাগাছ

বরুণ মন্ডল

মনোনয়নের সময় জমা দেওয়া সম্পত্তির হিসেব সংক্রান্ত হলফনামা থেকে যে তথ্য উঠে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে কি শাসক দল আর কি বিরোধী জোটের নেতা, সকলের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন ভোটের স্বচ্ছতা রক্ষা এবং কালো টাকার অনুপ্রবেশ আটকানো নিয়ে অনেক কথা উঠছে তখন এই ধরনের তথ্য খানিকটা হলেও সাধারণ মানুষকে হতবাক করে তুলেছে।

বিধায়ক (বিধানসভা কেন্দ্র)	২০১১–র স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ	২০১৬–র স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ
১. সুব্রত মুখোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ–১৬১)	৩৫,৩৮,৮৪৮ টাকা স্ত্রীর নামে অস্থাবর সম্পত্তি ২০,০৫,০০০টাকা	৫৭,৮৫,৯০৯ টাকা স্ত্রীর নামে অস্থাবর সম্পত্তি ৩৬,৯৩,০৭৯ টাকা
২. শোভন চট্টোপাধ্যায় (বেহালা পূর্ব–১৫৩)	২,৪৬,৭৯,১৪৪ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ২,৩২,৪৮,৯৬৫ টাকা	৩,৭১,৯১,০০২ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ৩,০০,৬৮,৯১০ টাকা
৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায় (বেহালা পশ্চিম–১৫৪)	৪০,৪৯,৪৪৮ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ২৮,৫৮,৩৭৩ টাকা।	৮২,৫৬,৫৩২ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ৭৮,০২,৮৭৮ টাকা
৪. ফিরহাদ হাকিম (কলকাতা বন্দর–১৫৮)	২,২৭,১৯,৬২৪ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ১,৪৬,৮২,২৭৪ টাকা	৩,৫৭,০৪,৭১৮ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ২,৪২,৯৬,৮৫৯ টাকা
৫. অরূপ বিশ্বাস (টালিগঞ্জ–১৫২)	৭৫,৩২,৮৩২ টাকা	৮৫,৫৮,৩৬৫ টাকা
৬. সাধন পান্ডে (মানিকতলা–১৬৭)	১,১৮,৯৭,০৭৩ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ১,১৫,০১,৭৮৩ টাকা	২,৩৯,০১,০৪৩ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ১,৮৬,১৭,৪৫৬ টাকা
৭. জাভেদ আহমেদ খান (কসবা–১৪৯)	অস্থাবর সম্পত্তি ২৮,২৪,১৫৭ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি অস্থাবর ৮,৫৮,২৩৯ টাকা	১৬,৬৩,০৬,৬৭৮ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ৬৬,৭৫,১৯১ টাকা
৮. শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (রাসবিহারী–১৬০)	৬৫,৯০,২৮৬ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি (অস্থাবর) ১৪,৭৭,০১৮ টাকা	১,৩৩,৯৪,৯২০ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি (অস্থাবর) ২৪,৭৫,৯০৭ টাকা
৯. মানস ভুঁইয়া (সবং–২২৬)	১,৪৬,৬২,৯৭১ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ৫১,৭৯,৯৮৯ টাকা	২,৫৭,৮৫,৫৫২ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ৯১,৩৮,১৫৭ টাকা
১০. সূর্যকান্ত মিশ্র (নারায়ণগড়–২২৫)	১৭,৩৩,৮৭৩ টাকা স্ত্রীর নামে অস্থাবর সম্পত্তি ১ লক্ষ টাকা	২৩,৮০,৪৫৯ টাকা স্ত্রীর নামে অস্থাবর সম্পত্তি ২ লক্ষ টাকা
১১. অশোক ভট্টাচার্য (প্রাক্তন বিধায়ক)	১২,৬০,৭৬৩ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি (অস্থাবর) ৪,৮০,৮৭৮ টাকা	১৩,৫৬,৪৯৭ টাকা স্ত্রীর নামে সম্পত্তি (অস্থাবর) ১৩,৬৫,২০৪ টাকা
১২. কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় (প্রাক্তন বিধায়ক)	৭,৬১,৯৪১ টাকা	২৩,৬৬,০৪৭ টাকা

ভোটেও হাজির হ্যাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: রণে বনে জঙ্গলে যেখানে বিপদে পড়িবে সেখানে যেমন লোকনাথ বাবাকে স্মরণ করার রেওয়াজ চলে আসছে

দীর্ঘকাল ধরে তেমনই মানুষের যে কোনও দরকারে সর্বদা হাজির হচ্ছে হ্যাম রেডিও। যেসব অঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপন করা দুরূহ হয়ে উঠছে সেখানেও উপস্থিত হয়ে যাচ্ছে বিশেষ ফ্রি–কোয়েন্সি সমৃদ্ধ হ্যাম বাহিনি। নেপালের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চল, গঙ্গাসাগর, কেদার–বদ্রীর প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয় সবেতেই দেখা মিলেছে হ্যাম রেডিওর।

রাজ্যের ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনেও মানুষের সেবায় যথারীতি হ্যামের উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বাচনী কোনও গোলযোগ বা জনসংযোগের অভাব হলে হ্যাম রেডিও রক্ষাকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। নিশ্চিতভাবে হ্যাম রেডিও–র পালকে এক নয়া শিরোপা জুড়ে দেবে নির্বাচনী কাজে তার উপস্থিতি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১৬ এপ্রিল – ২২ এপ্রিল, ২০১৬

ভোট ভাইরাসে ঘায়েল বাংলা

এই যে ভোট নিয়ে এত মাতামাতি চলছে তার পরিণতি কি তা আদৌ কেউ ভেবে দেখেছেন? সত্যজিত রায়ের গুপি গায়েন, বাঘা বায়েন ছবির কথা ভাবুন তো। সেই যে নরমসরম রাজাবাবু তাকে কিনা ভোকাল টনিক দিয়ে চাঙ্গা করে বেমালুম যুদ্ধবাজ বানিয়ে দেওয়া হল। আমাদের নির্বাচনগুলোতেও সাধারণ উলুখাগড়াদের যেন একরকম মন্ত্রপূত করে ভোটের রিংয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই ফল হয় ভয়াবহ। শোনা যায় এর ঘরের ও খুন হয়েছে, কিংবা অমুকবাবুর পার্টির বিরুদ্ধ মত পোষণ করায় একেবারে হাত–ভেঙে ঘরে বসে আছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন এই যারা ভোটযুদ্ধের করাল গ্রাসে আক্রান্ত তারা কিন্তু কেউ হোমরাচোমরা ঘরের ছেলেপুলে নয়। বরং খুব সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসেছে এরা। রাজার–রাজার যুদ্ধে এদের একরকম পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যার লোকেরা বেশি মারা যাবে কিংবা জখম হবে সহানুভূতির বাজারে তার দর বেড়ে যাবে অনেকটাই। আর এটা কে না জানে আর্তদের পাশে দাঁড়িয়ে আজ যেসব কেষ্টবিষ্টুরা মায়াকান্না কাঁদছেন ভোট মিটে গেলে তাদেরই দেখা মেলা হবে ভার। প্রত্যন্ত গ্রামের 'সর্বহারা' যদি তখন সেই নেতা বা তাদের ন্যাতাদের কাছে যান তখন ভাগ্যে জুটবে গলাধাক্কা।

এই ছবিটাই তো চিরকাল চলে আসছে বাম–ডান,উত্তর–দক্ষিণ নির্বিশেষে। তাও বোধহয় দক্ষিণ ভারত কিংবা পশ্চিম ভারত, আর খানিকটা উত্তর ভারতের কিছু এলাকায় ভোটের মাতামাতি তুলামূলকভাবে কম থাকে। এই ভাইরাসের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায় পূর্বভারত, উত্তর ভারতের একাংশতে। যার প্রকোপে আমরা বঙ্গবাসী বড় বেশি আক্রান্ত। তাই ভোট নিয়ে চায়ের দোকান থেকে পাড়ার রক একেবারে মশগুল হয়ে ওঠে। ভাবুন তো কে জিতল, বা কে হারল তাতে কিছু মুনাফাখোর ছাড়া আদতে কারও লাভ হয় না। তাও ভোট আসলেই কেত্তন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমরা। ভোট মিটে যাওয়ার পর যদি হিসাবের খাতা নিয়ে বসেন দেখবেন সেই বেকার সমস্যা, পানীয় জলের অপ্রতুলতা, স্বাস্থ–শিক্ষার নৈরাজ্য অব্যাহত। হয়তো বা উনিশ–বিশ তফাৎ। পারি না কি আমরা শুধুমাত্র নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে নিজ নিজ কর্মে মেতে উঠতে। তা হলে বোধহয় একটা সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে অচিরে। সুস্থতা এলে তবেই শিক্ষা বা কর্মজীবনের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পাবে। একথা যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। তাই মানসিক স্থিরতা এনে এই ভোট ভাইরাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটাই শ্রেয়।

অমৃত কথা

পরমহংসদেবেরও একবার মায়া দেখবার সাধ হয়েছিল এবং তিনিও মার কাছে সেইজন্য প্রার্থনা করেছিলেন। পরমহংসদেব বলতেন যে, মায়াকে দেখবার জন্য প্রার্থনা করতে করতে একদিন দেখি যে, একটা ক্ষুদ্র বিন্দু হতে আস্তে আস্তে একটি মেয়ে হল এবং ক্রমে সেই মেয়েটি বড় হল, তক্ষুনি তার গর্ভ হল এবং গর্ভ হতে যেমনি শিশু বের হতে লাগল, ওমনি সে তাকে গ্রাস করতে লাগল। এইরকম বার বার তার শিশু হয়, আর সে তক্ষুনি তাকে গ্রাস করে এই না দেখে আমি তখন বুঝলাম, এরই নাম মায়া।

শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য ছিল, সে অনেক দিন তাঁর সেবা করেছিল, কিন্তু আচার্য্য তাকে একদিনও একটা উপদেশ দেননি। একদিন শঙ্করাচার্য্য আপন আসনে বসে আছেন, এমন সময় কার পায়ের শব্দ হল। শঙ্করাচার্য্য বললেন, 'কৌন্ হ্যায়রে?' শিষ্য বললেন, 'হাম।' আচার্য্য বললেন, 'হাম শব্দ যদি তোমার এতই ভালো লাগে, তবে ওটাকে বাড়িয়ে নাও, (অর্থাৎ সমস্ত জগৎই আমি এই ধারণা কর) অথবা একেবারে আমিত্ব পরিত্যাগ কর।'

একজন বললে, 'ব্রহ্ম দর্শন কিরূপ?' পরমহংসদেব বললেন, 'তা প্রকাশ করবার জো নেই। যেমন যদি কেউ সমুদ্রের মধ্যে যায়, আর যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে –সমুদ্র কেমন, তবে সে কি বলতে পারবে? সে কেবলই বলে ওই জল–ওই জল। ব্রহ্ম দর্শনও সেইরকম।

ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসার–আসক্তি, কামিনী–কাঞ্চনে উৎসাহ এই সব চলে যায়। কাঠ বোড়াবার সময় পড় পড় শব্দ, আগুনের ঝাঁজ। সব শেষ হয়ে গেলে ছাই পড়লো, তখন আর শব্দ থাকে না।

যদিও সংসারে জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতেপারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বটে কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

সংসারে বদ্ধ হয়ে থাকা মহামায়ার ইচ্ছা। ভবসাগরে উঠছে ডুবছে কতই তরী। আবার ঘুড়ি লক্ষের দু একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত তালি। লক্ষের মধ্যে দু একজন মুক্ত হয়ে যায়। বাকি মার ইচ্ছায় বদ্ধ হয়ে আছে।

সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করা মানুষের কি সাধ্য! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া–তিনিই কেবল সেই মায়া থেকে মুক্ত করতেপারেন। এক সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর গতি নেই।যারা ঈশ্বর লাভ করেনি, বা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয়নি, তাদের কি সাধ্য যে জীবের ভববন্ধন মোচন করে?

ফেসবুক বার্তা

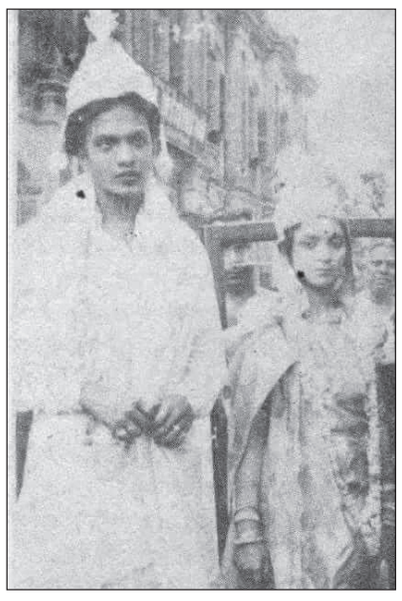

সিনেমায় অনেক নায়িকার সঙ্গে মহানায়কের বিয়ের অভিনীত দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। সুচিত্রা সেন থেকে শুরু করে মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন প্রমুখ অনেকেই উত্তমের স্ত্রী হয়েছেন ছবিতে। সুপ্রিয়া দেবী ছিলেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। ফেসবুক চিত্রে অবশ্য উঠে এসেছে নবদম্পতি উত্তমের সঙ্গে প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীর ছবি।

প্রিয় দিদি আমরা আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী রূপেই যেন বেশি সময় পাই

নির্মল গোস্বামী

এক গৃহস্থ বাড়ির গিন্নি ভারি কৃপণ। ভিখারিকে পর্যন্ত ভিক্ষে দেয় না। একজন ভিখারি প্রতিদিনই ওই বাড়িতে যায় এবং যথারীতি ভিক্ষা না পেয়ে ফিরে আসতে হয়। তবু ভিখারি হাল ছাড়ে না। মনে ভাবে একদিন না একদিন অবশ্যই তাকে ভিক্ষা দেবে। কত দিন আর না দিয়ে ফেরাবে। এদিকে গিন্নিও এই ভিক্ষুকের প্রতি বেজায় ক্ষুব্ধ। বেটাকে রোজ ফিরিয়ে দিই তবু রোজই ভিক্ষা চাইতে এসে বিরক্ত করে। সেদিনও ভিখারি এসে এক মুঠো ভিক্ষা দিন গো মা... বলে দ্বারে দাঁড়িয়েছে। গিন্নি বাড়ির ভিতর থেকে রেগে গিয়ে বলল, ''তোকে ভিক্ষে দেবো না ছাই দেবো।'' ভিখারি তৎক্ষণাৎ বলে তাই দিন বা তবু দেবার হাতটা খুলুক। এটা অনেকেরই জানা গল্প। তবে নতুন করে মনে পড়ল আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর একটি কথায়। সেদিন নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন এটা খুব দুঃখজনক যে নরেন্দ্র মোদিজি প্রধানমন্ত্রীর মতো কথা বলেননি, তিনি বিজেপি নেতার মতো নির্বাচনী জনসভা করেছেন।

এই একটি কথাতেই আমরা খুশি। গল্পের ওই গিন্নি ছাই দিলেও ভিখারি খুশি কারণ আজ ছাই দিয়ে শুরু করলেও একদিন হয়তো মূল্যবান কিছু দিতে পারে। তেমনিভাবে আমরাও খুশি ওই সমালোচনাতেও মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন যে একটা গণতান্ত্রিক দেশে দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলেও দলের নেতা আর দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর মধ্যে একটা পার্থক্য থাকা অবশ্যই জরুরি। দলের নেতা শুধুমাত্র সেই দলের কর্মী সমর্থকদের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। আর দেশের মন্ত্রী আপামর দেশবাসীর কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। দলের নেতার কোনও কাজ সেই দলের কর্মী সমর্থকদের স্বার্থরক্ষাবাহী হবে। আর দেশের মন্ত্রীর কাজে সারা দেশবাসীর স্বার্থরক্ষা করবে। ফলে নেতা ও মন্ত্রীর মধ্যে এই পার্থক্যটা থাকা গণতন্ত্রের সংজ্ঞার, সার্থকতার পরিপূরক। তা না হয়ে, উল্টোটা হলে তাকে আর গণতান্ত্রিক শাসন বলা চলে না। সেখানে গণতন্ত্রের পরিবর্তে দলতন্ত্র কায়েম হয়।

আমাদের প্রিয় দিদি নিশ্চয়ই এই গণতান্ত্রিক ধারণাতে পুষ্ট হয়েই মোদিজির সমালোচনা করেছেন। তিনি কতটা ভুল বা সত্যি বলছেন সে বিতর্কে যাব না। কারণ তাতে আমরা মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাব। তাই তার সমালোচনার তারিফ করছি উচ্চনাদে। যদি সেই দিন সভাস্থলে থাকতাম তাহলে জোরে জোরে করতালি দিয়ে বাহবা দিতাম। সাবাস দিদি এতো দিনে আপনার মধ্যে যে এই বোধের উদয় হয়েছে তাতেই আমরা খুশি। আমরা আপ্লুত। এইবার আমরা নিশ্চিন্ত হলাম এই ভেবে যে আর আশঙ্কার কিছু নেই। নিজের ক্ষেত্রে না হোক অপরের মধ্যে যে ত্রুটি তিনি দেখতে পেয়েছেন সেটা শুভলক্ষণ। কারণ যে বা যিনি অপরের যে বিষয়ে দোষ ধরেন তিনি নিজে নিশ্চয়ই সেই দোষে দোষী হতে চাইবেন না। যে কাজের জন্য মোদিজিকে সমালোচনা করছেন সেই কাজ নিশ্চয়ই তিনি আর করবেন না— তাহলে সেটা হবে চরম ভন্ডামী।

আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে ওই ভাবনা কল্পনাতেও আনতে পারিনা। তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্ব চালনায় যদি দলীয় নেত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে কোথাও কোথাও সীমারেখা টানতে ব্যর্থ হয়েও থাকেন তাহলে বুঝতে হবে সেটা অসচেতন ভাবে হয়ে গিয়েছে।

বাংলার বুকে দলতন্ত্রকে উৎখাত করে গণতন্ত্র কায়েম করার মূল হোতা ছিলেন তিনি। আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে তাঁকে বিশ্বাস করেছি। কোনও অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ২০১১ সালে মমতাদেবীকে সমর্থন করেনি। শুধুমাত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাই ছিল মুখ্য দাবি। তিন দশকের বেশি সময় ধরে গণতন্ত্রের নামে যে দলতন্ত্রের পাষাণভারে মানুষ হাঁসফাঁস করছিল তার থেকে মুক্তি পেতে মানুষ মমতাকেই আশ্রয় করে ছিল। ফলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা যে দল আর সরকারের মধ্যে ফারাকটা সচেতনভাবে বজায় রেখেই রাজ্য চালাবেন সেটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রধান চাহিদা। যদিও সেই চাহিদা আমাদের কতটুকু পূরণ হল বা না হল তা নিয়ে নিন্দুকেরা বারবার কলম ধরেছেন। যারা এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু আশাহত বেদনায় বিদ্ধ হয়েছেন। মনে মনে অন্তরে রক্তাক্ত হয়েই তারা সমালোচনায় অংশ নিয়েছেন। এরা কেউই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাত নিন্দুক নন। অন্যায়ের প্রতিবাদের প্রতীক ছিল বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মমতা ক্ষমতায় গিয়ে যদি পালটে যান তাহলে যারা তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতো, সমর্থন করত তারাই কিন্তু বেশি দুঃখ পায়।

মমতা লোভী নয়, মমতা পরিশ্রমী কুড়ি ঘন্টা এক টানা কাজ করে যেতে পারেন। মমতা প্রচন্ড মানবিক, মমতা মুখ্যমন্ত্রীর আভিজাত্যের আড়ালে থাকতে ভালোবাসেন না। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েও চলনে,বলনে, পোষাকে,আহারে একবারে সাধারণ আটপৌরে বাঙালি। মমতা কবিতা লেখেন, জীবনের অভিজ্ঞাতার বিবরণ লেখেন, তিনি ছবি আঁকেন। সর্বোপরি দলের উপর তার নিয়ন্ত্রণ অসংবাদিত। যা ভারতবর্ষের আর কোনও নেতা নেত্রীর মধ্যে নেই। এতগুলো গুণের একত্র সমাবেশ যদি ঘটে তবে তিনি শাসক হিসাবে অমরতা পাবেন ইতিহাসে। কিন্তু ওই একটা বোধকে সদা জাগ্রত রাখতে হবে, তা হলো দলের নেত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য। এই বোধ জাগ্রত থাকলেই দলতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় সত্যসত্যি।

তিনি রাজ্যের ভার গ্রহণ করেছেন অনেক প্রতিকূল অবস্থায়। রাজ্যে শিল্পর সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে গিয়েছে তাঁরই হাত ধরে। বেকারের সংখ্যা কোটি ছাড়িয়েছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক হাল অত্যন্ত খারাপ। মাথার উপর দুলক্ষ কোটির দেনা। তার সুদ গুনতে হচ্ছে। এতোদিনের পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসন একটা দলের নিদিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল, তাদের সেটআপকে ভাঙতে হবে। রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা অনেক। তার উপর আছে অত্যাচারিতদের প্রতিশোধ মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। আর আছে লক্ষ লক্ষ কর্মী যারা দীর্ঘদিন সরকারি ক্ষমতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত সেই বুভুক্ষু কর্মীদল তারা হাতাহাতি করে বেড়াচ্ছে কি খাই কি খাই করে। এতো কিছুকে একার পক্ষে সামাল দেওয়া মুখের কথা নয়। তাই কাজের চাপে মাঝে মাঝে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই বোধটা ভুলে গিয়েছেন।

তাই তিনি ভবানীপুর থানা থেকে আসামী ছাড়াতে যান। তিনি নিছকই নেত্রী থেকে যান যখন ছাত্রদের অধ্যাপক পেটানোকে বাচ্ছা ছেলেদের কাজ বলে অপরাধকে লঘু করার চেষ্টা করেন। ধর্ষণ হলে সাজানো ঘটনা বা তার স্বামী সিপিএম করত বলে উক্তি যখন করেন তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আর দলের নেত্রীর ফারাকটা ভুলে যান। যে রাজ্য দেনায় ডুবে আছে সেই রাজ্যে চিটফান্ড তদন্ত যাতে সিবিআই না করে তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে ১১ কোটি টাকা যখন খরচ হয়, তখন রাজ্যের স্বার্থের থেকে দলের নেতাদের বাঁচানোর তাগিদটাই বড় করে চোখে পড়ে। রাজ্যের নির্বাচনে সেই বন্দুক, গুলি, বোমা, হাতে দলের মস্তানদের দাপাদাপি দেখেও যখন চুপ করে থাকেন সেটা কিন্তু রাজধর্ম পালন হল না। দলের এমপি ও রাজ্যের নেতারা টাকা নিচ্ছে সারা ভারতবাসী দেখছে। অথচ আপনি প্রশাসনের প্রধান হয়েও কোনও তদন্ত করলেন না। যে বা যারা এতোবড় চক্রান্ত করে মিথ্যা রটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কি পার্টির পক্ষ থেকে কি সরকারের পক্ষ থেকে মানহানির মামলা করলেন না। তখন সুশাসন দেবার অক্ষমতা প্রকাশ পায়। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষম এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কি হারাবার ভয় তাঁর। তাঁর সংসার নেই, ছেলেপুলে নেই। বিদেশে কালো টাকাও নেই। একদিন শূন্য থেকে যে চারিত্রিক বলে এই জায়গায় এসেছেন সেই চারিত্রিক বলটাই আসল শক্তি তাকে মেরে ফেললে সব শেষ হয়ে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্যতা লোপ পাবে। সেটা আমরা কেউই চাইনি। তিনি স্বমহিমা রাজ্যত্ব করুন। শুধু নিজ থেকে সমালোচনার ছলে যা বলেছেন দল আর সরকারের মধ্যে বৈধ ফাঁকটুকু বজায় রাখা সেটা নিজে সচেতনভাবে পালন করলেই আমরা খুশি।

নির্বাচনী সভায় যদি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন তাহলে নিশ্চয়ই আর বলবেন না যে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে মেপে নেবো। কাদের ভয় দেখাচ্ছেন? সকলেই আপনার প্রজা। কেন্দ্রীয়বাহিনী চলে গেলে আমরাই থাকব এই হুমকি দলের নেতার সাজে মুখ্যমন্ত্রীর সাজে কি। এই ছোটখাটো ভুলগুলি তখনি হয়, যখন ভুলে যান যে আপনি মুখ্যমন্ত্রী। যখন দলের নেতা আর মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ফাঁকটুকু ভরাট হয়ে যায় দলীয় স্বার্থে।

আমরা এবার আশায় থাকলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নামের প্রতি সুবিচার করবেন। মমতা মানেই অন্যায়ের প্রতিবাদ, তা সে কেন্দ্রীয় সরকারেরই হোক, বা বিরোধীদেরও হোক। কিংবা নিজ দলের লোকেদের দ্বারাই হোক। সেই প্রতিবাদী চরিত্রটুকু বজায় থাকবে শুধু ছোট একটু সচেতনা দলের নেতা আর সরকারের মন্ত্রীর মধ্যে ফারাক।

প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে নিশ্চিত জয়ের পথে সোনালী গুহ

কুনাল মালিক

সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র রাজ্য রাজনীতিতে বরাবর এক মেগা কেন্দ্র হিসাবে স্থান পেয়ে এসেছে। রাজ্যে সর্বাধিক কাল মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে আসীন থাকা জ্যোতি বসুর কেন্দ্র ছিল এই সাতগাছিয়া। পরে কালের বিবর্তনে এখন সেই সাতগাছিয়ার রং সবুজ। আর দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এই কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিদায়ী বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ। বস্তুত রাজ্য বিধানসভার প্রথম ডেপুটি মেয়র হয়ে নজিরও গড়েছেন তিনি। সাংবিধানিক গুরুদায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও বিধায়ক কোটার অর্থ উন্নয়নে খরচে তিনি কোনও গড়িমসি করেন নি। দঃ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে কাজের নিরিখে একটানা শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন সোনালী। সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে ঢালাই রাস্তা হয়নি। এছাড়াও টিউবঅয়েল, অ্যাম্বুলেন্স, শববাহী গাড়ি প্রতিটি অঞ্চলেই শোভা পাচ্ছে। তাঁর বিধায়ক কোটার টাকায় মুচিশা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীন হাসপাতালে এমার্জেন্সি জেনারেটর বসানো হয়েছে।

এলাকার উন্নয়নের মানদণ্ডে এবারেও তিনি বিরোধীদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিপিএম–কং জোট প্রার্থী পারমিতা ঘোষ এবং বিজেপি প্রার্থী সপ্তর্ষী বসু। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের তথ্যানুযায়ী জোট প্রার্থী পারমিতার কোনও জনসংযোগ নেই এখানে। তাছাড়া আদি কংগ্রেসিরা ১৯৭৭–এর পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে সিপিএমের অত্যাচার ভুলতে পারেনি। তাই তারা কতটা সমর্থন দেবে জোটকে তা নিয়ে বেজায় সন্দেহ আছে। আর বিজেপি প্রার্থী এখনও দেওয়াল লিখতেই পারেনি। যাও বা সম্বল ছিল সেই মোদি হাওয়া এবার গায়েব। তাছাড়া সোনালীদেবী তামাম সাতগাছিয়া অঞ্চলকে হাতের তালুর মতো চেনেন। গ্রাম এবং পাড়া ধরে ধরে অধিকাংশ মানুষের নাম জানেন। তাই প্রথমদিকে তাঁর প্রার্থীপদ নিয়ে দলে কিছু অসন্তোষ জন্মালেও যত নির্বাচন এগোচ্ছে ততটাই নিশ্চিত হচ্ছে সোনালীর জয়।

ভবানীপুরে সজ্জিত ট্যাবলো

অনেকটাই এগিয়ে অশোক দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দঃ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে চারবারের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অশোক দেবকে টেক্কা দেওয়ার মতো জুৎসই প্রার্থী নেই বিরোধীদের। নির্দ্বিধায় বলা চলে, দুর্বল প্রতিপক্ষকে হারিয়ে অশোক দেব পাঁচবারের জয়ীর শিরোপা পেতে চলেছেন। এটা রাজনৈতিক আকচাআকচির জায়গা থেকে করা মন্তব্য নয়, একেবারে বিশ্লেষকদের সুচিন্তিত মতধারার ওপর প্রতিফলিত। সিপিএম যখন মধ্যগগনে ১৯৯১ সালে বজবজ থেকে কংগ্রেসের টিকিটে প্রথম প্রার্থী হন অশোকবাবু।

অভিযোগ তৎকালীন শাসক দলের মাত্রাছাড়া রিগিং এবং ছাপ্পা ভোটের কাছে পরাজিত হন তিনি। হেরে গেলেও বজবজের মাটি ছেড়ে যাননি এককালের ডাকসাইটে এই ছাত্র নেতা। ১৯৯৬ সালের ভোটে প্রথম জয়ের স্বাদ পান তিনি। সেই শুরু। পরবর্তীকালে মমতার নেতৃত্ব তৃণমূল গড়ে ওঠার পর ঘাসফুলে ব্রিগেডে যোগদান, এবং টানা জয়ের রেকর্ড ধরে রাখেন। জনসংযোগই অশোক দেবের মূলধন। মানুষের সুখেদুঃখে,আপদে বিপদে তাঁকে ডাকলেই পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, সিপিএম সমর্থকেরাও নাকি অশোকবাবুকে ভোট দেন। না হলে ঘোর বাম আমলে বজবজ পুরসভা সিপিএমের হাতে থাকলেও অশোক দেব জেতেন কি করে? এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে বাম–কং জোট প্রার্থী মুজিবর শেখ এবং বিজেপির উমাশঙ্কর ঘোষদস্তিদার। গত লোকসভা নির্বাচনে বজবজে প্রভাব ফেলেছিল মোদি হাওয়া। এখন তা ভ্যানিশ। বজবজে বিজেপির সেভাবে সংগঠনও গড়ে ওঠেনি। আর জোট প্রার্থী প্রথম রাউন্ডের প্রচারের নিরিখে বেশ পিছিয়ে। সকাল–সন্ধ্যা বিভিন্ন অঞ্চল চষে ফেলছেন অশোক দেব। বজবজ পুরসভার ভাইস–চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত জানালেন, বজবজের উন্নয়নের কাণ্ডারী অশোকবাবু। পানীয় জল, পরিবহন, সড়ক সহ একাধিক জনহিতকর প্রকল্পে মানুষ বেজায় সন্তুষ্ট। উন্নয়ন ও জনসংযোগই তাঁকে পঞ্চমবারের জন্য বিজয়ী বানাবে।

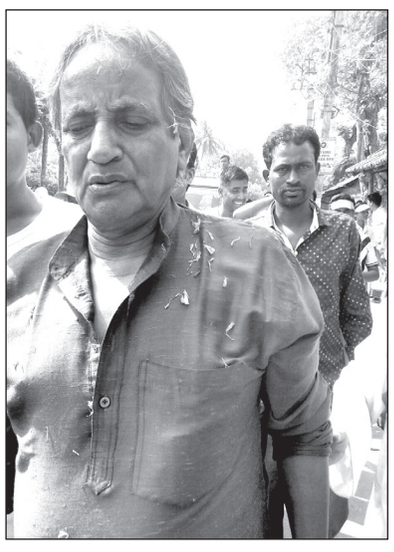

বিজেপির গড়ে ধাক্কা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি সাতগাছিয়া বিধানসভার গজাপোয়ালী অঞ্চলের ২২৯ নম্বর বিজেপির বুথে ঘর গোছালো তৃণমূল। বজবজ–২নম্বর ব্লকের বিজেপির ব্লক সভাপতি চিত্ত গায়েনের এই বুথ বরাবরই বিজেপির শক্ত দুর্গ। তাঁর স্ত্রী শিল্পী গায়েন এই বুথের নির্বাচিত সদস্য।

গত বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ঝোড়ো হাওয়াতেও বিজেপির দুর্গ এখানে অক্ষত ছিল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির ১৭জন প্রথম সারির কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল। এমনকি জেলা পরিষদের বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর মন্ডলও তৃণমূলে যোগদান করেছেন। সম্প্রতি এক কর্মীসভায় জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় ও বজবজ ২নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিজেপির কর্মীদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন।

রণক্ষেত্র ‘নলহাটি’

নিজস্ব প্রতিনিধি: নলহাটি (বীরভূম) : এক পাথর ভাঙা মেশিনের চালকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল নলহাটি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বসল পুলিশ পিকেট। গ্রেপ্তার করা হয় ২ জনকে। ২৩ মার্চ বুধবার সকালে দোলের দিনের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নলহাটি এলাকার পাথর খাদানে সুখেন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে যুবকের অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আনন্দ যাদব নামে এক ব্যবসায়ীর পাথর ভাঙা মেশিনের চালক ছিলেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পাথরভাঙা মেশিনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। জখম হয় তিনজন তাদের রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রিন্টু রায় সহ দুই কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত সুখেনের বাড়ি আনন্দপুর গ্রামে। ২৩ মার্চ ভোরে সুখেনের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের পরিবার এটাকে বন্ধুদের করা খুন বলেছেন। খাদানের মালিক আনন্দ যাদব ভাঙচুরের ঘটনায় নলহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ২৪ মার্চ সকালে ঝাড়খন্ড যাবার রাস্তা অবরোধ করে আনন্দপুর গ্রামের বাসিন্দারা। পুলিশ দুই গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার পরের দিন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, চারিদিক শুনসান । গোটা এলাকা যেন শ্মশানপুরীর নিস্তব্ধতা। একই অবস্থা মৃত সুখেনের গ্রাম আনন্দপুরে। গ্রামবাসীদের দাবী, গ্রেপ্তার করা নিরীহ গ্রামবাসীদের ছেড়ে দিতে হবে। প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষতি করেছে গ্রামবাসীরা দাবী মালিক আনন্দ যাদবের।

নিখোঁজ নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট : বাজার করতে বেরিয়ে নিখোঁজ নাবালিকা। উদ্ধারের দাবিতে চাদর বিছিয়ে থানায় অবস্থান পরিবারের। গত ১৩ মার্চ সকালে বাড়ি থেকে বাজার করতে গিয়ে নিখোঁজ হয় রামপুরহাট পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সঞ্জয় প্রসাদের একমাত্র মেয়ে জ্যোতিকুমারী। সঞ্জয় কাজের সূত্রে বাইরে থাকে। রামপুরহাটের বাড়িতে থাকত দুই ছেলেমেয়ে, স্ত্রী অঞ্জু প্রসাদ। তারপর সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের কাছে খোঁজখবর করে। তখন জানতে পারে বিহারের অরূপকুমার যাদব নামে এক ব্যক্তি মেয়েকে অপহরণ করেছে। পরদিন পাঁচজনের নামে রামপুরহাট থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। মুকেশ যাদবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু এখনও উদ্ধার হয় নি অপহৃত নাবালিকা। নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধারের দাবিতে রামপুরহাট থানা চত্বরে চাদর বিছিয়ে অবস্থানে বসে নাবালিকার আত্মীয়স্বজন, বাবা মা। পুলিশের গাফিলতিকে দায়ী করেছে জ্যোতির মা অঞ্জু প্রসাদ। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কান্নায় বারবার ভেঙে পড়ে বাবা সঞ্জয় প্রসাদ, মা অঞ্জু প্রসাদ।

জয়দেবে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত চার

অভীক মিত্র, জয়দেব ও সিউড়ি : বীরভূম জেলার জয়দেব মোড়ের পেট্রোল পাম্পের কাছে এক মোটরবাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্গাপুরবাসী সরকারি বাসের সঙ্গে দশচাকার লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গত মঙ্গলবার ২৯ মার্চ সকাল ১১টার ঘটনা। দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা যোগ দেন। মারা যায় চার জন এবং জখম হয় অন্তত ১৫ জন। মৃতদের মধ্যে বাসের চালক দেবাশিস সরকার, ১২ বছর বয়সী দুর্গাপুরের মুচিপাড়ার সাথী হাজরা, ৩৫ বছরের তৌফিকুল শেখ, এক জনের পরিচয় জানা যায় নি। আহতদের মধ্যে খালাসি দিলীপ সিং, সতী হাজরা, দুবরাজপুরের শেখ আনোয়ার। সিউড়ি সদর হাসপাতালে আহতদের পাঠালে ছুটে যান সিএমওএইচ হিমাদ্রি আড়ি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডেপুটি পুলিশ সুপার, সিউড়ি থানার আইসি সমীর কোপ্তে। ছুটে যান বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি বাসটি বহরমপুর থেকে দুর্গাপুর যাচ্ছিল। মোটরবাইক আরোহী জখম হয়। সিউড়ি সদর হাসপাতালে কান্নার রোল ওঠে। এদিন দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, দুমরে মুচড়ে থাকা ট্রাক, সরকারি বাসকে আগলে রেখেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। চারিদিকে চাপ চাপ রক্তের দাগ। তৌফিকুল চিনপাটের কাছে জামখালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। দেবাশিসের বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। বেলডাঙার মৃণাল ঘোষ, পানাগড়ের কস্তুরিকা মন্ডল, খালাসি, ট্রাকচালক, বাস যাত্রী মিলে জখম হয় ১৫ জন। তার মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বীরভূমে তীব্র জলকষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : পড়তে শুরু করেছে গরম। এরই মধ্যে বীরভূমে আরম্ভ হয়েছে তীব্র জলকষ্ট। তাতে দোসর হয়েছে লোডশেডিং। জলের সমস্যায় ভুগছে গাংটে, তিলেডাঙ্গাল, কালীপাহাড়ি, ভগবতীপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। খয়রাশোল, দুবরাজপুর, মহম্মদবাজার, চাজনগরের বিভিন্ন গ্রাম জলের সমস্যায় কাতর। নলহাটির বুবজং গ্রামে অগ্নিকান্ড ঘটে যায়। ২৪, ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় হয় চিনপাই গ্রামে লোডশেডিং। ১৮, ১৯, ২৪ মার্চ চিনপাইয়ে অব্যাহত থাকে লোডশেডিং। শুধু চিনপাই একা নয় সিউড়ি সহ বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় গরম পড়ার সাথে দাপট বেড়েছে লোডশেডিং-র। এর ফলে জেলার কচিবাচ্চা, বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ ব্যক্তিদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ৩০ মার্চ সকাল থেকে লোডশেডিং চিনপাইয়ে। ৩০ মার্চ শিলাবৃষ্টি চিনপাই, সিউড়ি বোলপুর এলাকায়। বৃষ্টির পর শুরু হয় লোডশেডিং। এখনো গ্রীষ্মকাল (বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাস) বাকি। তার আর আগে এইরকম বীরভূমে জল কষ্টের সঙ্গে লোডশেডিং-এ নাজেহাল জেলাবাসী।

সুখের মিছিলে দুঃখের কান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তখন চলছে রোড শো। মিছিল যখন সাঁপুই পাড়ার কালী-শীতলা মন্দিরের পিছন দিক থেকে গিয়ে পিএন কলোনি হয়ে ছুটে চলেছে বিহারি বস্তির দিকে, পুকুর পারে যেতেই লক্ষ্য করা গেল বিজয়বাবুর স্ত্রীর দরজা খুলেই মিছিল দেখে বুক ফাটানো কান্না, এবং সেই কান্না সমস্ত স্লোগান জয় দামামাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নিমেষে চাপা দিয়ে দিল। প্রথমটাতে একটু হকচকিয়ে যেতেই হল কারণটা কি? রেখা বৌদি কাঁদছেন কেন? অথচ তার স্বামী বিজয়বাবু বহাল তবিয়তে দুহাত সামনের দিকে প্রসারিত করে জানান দিচ্ছেন তাদের দল এখন সর্বশক্তিমান, তাহলে কান্না কিসের জন্য। পরে চলতি মিছিল থেকেই জানা গেল এই কান্না দুঃখের নয়, আনন্দের অশ্রুধারা দু চোখ বেয়ে বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে তৃণমূলের মিছিল দেখে। কারণ জানতে চাইলে মিছিলে যোগদানকারীর কয়েকজন বললেন বাম আমলে বিজয়বাবুর পরিবারকে প্রচণ্ড অপমান বিভৎস অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল কংগ্রেস করবার জন্য। একসময়ের কংগ্রেস করা বর্তমানে তৃণমূল কর্মী বিজয়বাবু এবং তার স্ত্রী রেখা দাস। কথা প্রসঙ্গে রেখা বৌদি বলেন আমরা তখন কংগ্রেস করতাম বলে তখনকার দিনে শক্তিশালী প্রবল ক্ষমতায় দাম্ভিকে থাকা বামপন্থীরা আমার ঘরে দিনের বেলা তো দূরের কথা রাত্রেও আলো জ্বালতে দেয়নি। ফলে সারা রাত ছোট ছেলেকে নিয়ে অন্ধকারে দিন কাটাতাম। যা এখন শত দুঃখের মধ্যেও আনন্দের ঘটনা।

শিব ভক্তদের এখন মরশুম। বাবা বড়কাছারিতে জল নিয়ে চলেছেন হাজার হাজার ভক্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত জনপ্রিয় এই শৈবপীঠে যাবার রাস্তায় সাতগাছিয়ার কাছে রাস্তার বেহাল অবস্থা নির্বাচনের প্রচারে কাজে লাগাচ্ছেন বিরোধীরা। **ছবি : অরুণ লোধ**

ভুল পড়াবেন না

প্রথম পাতার পর

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা ওই গোয়েন্দা তার নোটে উল্লেখ করেছেন যে শিখ এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন তিনিই ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। উল্লেখ্য বসু বাড়ির সুভাষ ঘনিষ্ঠ হাতে গড়া কয়েকজন ভাইপো, ভাইঝি এই ঘটনার সঙ্গে কিছুটা যুক্ত ছিলেন। দ্বিজেন বসু, অরবিন্দ বসু, রঞ্জিৎ বসু, এবং ইলা বসু তাদের কাকা সুভাষচন্দ্রকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। নেতাজির হাতে গড়া ফরওয়ার্ড ব্লকের তিন বিশ্বাসভাজন সহকর্মী লালা শঙ্করলাল, শার্দুল সিং কবিশের ও মিঃ পরমানন্দ মহানিষ্ক্রমণের গোটা ঘটনায় গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে শার্দুল সিং, দ্বিজেন বসু, অরবিন্দ বসু, সত্যরঞ্জন বক্সি প্রমুখ কয়েকজন ব্রিটিশ কারাগারে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। সম্প্রতি প্রকাশিত ওই ফাইল আবারও নতুনভাবে প্রশ্ন তুলে দিল নেতাজি ব্যুরোর প্রয়াত ডিরেক্টর শিশির বসুর মহানিষ্ক্রমণ গ্রন্থের কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। উল্লেখ্য শিশির বসুর পুত্র সুগত বসুর লেখা বইয়ের একটি অংশ রাজ্য সরকারের বিদ্যালয়গুলিতে অষ্টম শ্রেণির ইংরাজি বইতে মহানিষ্ক্রমণের ওই গল্পগাথা এবং শিশির বসুর ভূমিকা নিয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে যা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বাধ্য হয়। প্রশ্ন থেকে যায় কাহিনীর সত্যতা নিয়ে এবং এ ব্যাপারে রাজ্যের সিলেবাস কমিটিরও ভাবার সময় এসেছে বলে শিক্ষকমহলের ধারণা।

কুলপিতে প্রচার তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ছুটির দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের মন জয় করলেন কুলপি কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী শিক্ষক যোগরঞ্জন হালদার। এবারের নির্বাচনে কুলপিতে সিপিএমের প্রার্থী রেজাউল খান এবং বিজেপির স্বপনকুমার হালদার।

বর্তমানে এই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। সিপিএম এবং বিজেপির প্রার্থী নিয়ে কুলপিতে দু'দলেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব প্রবল। ক্ষোভ দানা বেঁধেছে কর্মীদের মধ্যে। ফলে জয়ের ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী যোগরঞ্জন হলদার। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে যোগরঞ্জন হালদার ১৮,২৭৯ ভোটে জয়ী হন সিপিএমের প্রার্থীকে হারিয়ে। যোগরঞ্জনবাবু বলেন, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই বিধানসভা কেন্দ্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মানুষ আশীর্বাদ করছে।

গত বারের তুলনায় আরও বেশি ভোটে জয়ী হব বলে আমি আশাবাদী। এই কেন্দ্রে জোট ঘোঁটের কোনও প্রভাব পড়বে না। ৩৪ বছর বাম শাসন বাংলার মানুষ দেখেছে। এই কেন্দ্রের ভোটাররা রাজনৈতিক সচেতন। মানুষই সিপিএম-কংগ্রেস বিজেপির অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দেবে আগামী ২০ এপ্রিল।

হাওড়ায় বামগণতান্ত্রিক জোটের মহামিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাওড়া বিধানসভার ১৫টি বাম সমর্থিত কংগ্রেসের জোট প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেন গত বৃহস্পতিবার উলুবেরিয়ায়।

হাওড়ার ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের বাম জোট প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেবার উদ্যোগ নেওয়াকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার হাওড়া শহর এলাকা এক উৎসবের চেহারা নেয় বলে জানা যায়। সকল বাম জোট কংগ্রেসের সমর্থকদের মুখে তৃণমূল হঠাও বাংলা বাঁচাও, দিদির পায়ে হাওয়াই চটি দাদারা কোটিপতি স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে পরিবেশ। মনোনয়ন জমা দেবার কারণ হিসাবে আজ হাওড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি এলাকা থেকে কর্মী সমর্থকরা মিছিল বের করে হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে এসে মিলিত হল বলে জানা যায়। যেমন প্রথম মিছিলটি অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে এসে হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে এসে শেষ হয়। এবং অপর মিছিলটি সালকিয়া থেকে বের হয়ে হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে জমায়েত হওয়া মিছিলেন সঙ্গে মিশে যায়। এছাড়া তৃতীয় মিছিলটি শিবপুর ট্রামডিপো থেকে বের হয়ে অনুরূপ ভাবে হাওড়া তে এসে একই জায়গায় মিলিত হয়ে এক বিশাল মহা মিছিলের রূপ ধারণ করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। হাওড়া বালি বিধানসভার সিপিএম বালির প্রার্থী অঞ্জন বেরা, হাওড়া মধ্য বিধানসভার বাম কংগ্রেসের জোটের সমর্থনে জনতা দল ইউনাইটেডর প্রার্থী হয়ে অমিতাভ দত্ত, হাওড়া দক্ষিণে সিপিএম-এর প্রার্থী হয়ে অরিন্দম বসু, শ্যামপুরে কংগ্রেসের হয়ে অমিতাভ চক্রবর্তী, বাগনানে সিপিএম প্রার্থী মিনা মুখোপাধ্যায় ঘোষ, আমতায় কংগ্রেসের অমিত মিত্র, উদয়নারায়ণপুরের কংগ্রেস জোট বাম প্রার্থীদের সমর্থনে কংগ্রেসের সরোজ কাঁরার, শিবপুরে ফরোয়ার্ড দলের প্রার্থী হয়ে ডঃ জগন্নাথ ভট্টাচার্য, ডোমজুরের হয়ে আজ বাম কংগ্রেস জোটের সমর্থনে আমরা আক্রান্ত দলের প্রতিনিধি প্রতিমা দত্ত এবং উলুবেড়িয়ার উত্তরে কংগ্রেসের অমিয় মণ্ডল সহ উলুবেরিয়া মহকুমার বাদবাকি সমস্ত বাম সমর্থিত প্রার্থীদের নিয়ে মোট পনেরো জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে ডোমজুরের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা দেন বর্তমান রাজ্য সরকারের সেচজলপথ মন্ত্রী এলাকার বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলেই উলুবেরিয়া স্টেশনে নেমে মিছিল করে উলুবেরিয়া মহকুমা প্রশাসনিক দপ্তরে গিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। চলে মিষ্টিমুখ পরস্পরের মধ্যে।

ডোমজুড়ে তৃণমূলের রোডশোতে রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৯ এপ্রিল হাওড়া ডোমজুড় বিধানসভা তৃণমূল প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সুবিশাল রোড শো এর আয়োজন করা হয়, বালি নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুই পাড়া রবীন্দ্র পল্লীর স্কুল মাঠ থেকে। বিকেল চারটে বেজে বাইশ মিনিট নাগাদ প্রার্থী রাজীববাবু স্কুল মাঠে আসেন বিশাল জনসমর্থন নিয়ে। প্রথমেই তিনি চলে যান রবীন্দ্র পল্লির শীতলা কালীমাতার পুজো মন্দিরে মায়ের দর্শন করতে। সেখানে গিয়ে মন্দিরের স্থায়ী পুরোহিত মধুসূদন চক্রবর্তীর কাছ থেকে মায়ের শান্তিজল ফুল, বেলপাতা নিয়ে সরাসরি ফিরে আসেন স্কুল মাঠে। এর পরেই স্কুল মাঠ থেকে মিছিল শুরু করে সেই মিছিল শান্তিনগর শঙ্কর সেনের মাঠ থেকে ষষ্ঠিতলা দিয়ে ঘুরে গিয়ে সরাসরি সাঁপুই পাড়ার ভিতর দিয়ে হাউজিং বিহারী কোয়ার্টার হয়ে মোটা শিব মন্দিরের কাছে শেষ হয় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময়। মিছিল চলাকালীন রাস্তার দুই পাশে অলিতে গলিতে বাড়ির ছাদে ছিল অগুনতি সমর্থকদের ভিড়। সবার একটাই নজর ছিল এলাকার প্রিয় এবং অত্যন্ত কাজের কাছের মানুষগুলিকে একবার চোখের দেখা দেখতে পাওয়ার আকুল উৎসাহ। হাতের কাছে পেয়ে একবার ছুয়ে দেখবার প্রবল ইচ্ছা যা পুরোপুরি মিছিলে অংশগ্রহণ করা সমর্থকদের ব্যবহারই যথেষ্ট। বহু মহিলাকে দেখা গিয়েছে বাড়ির ছাদে দাড়িয়ে রাস্তার মোড়ে ফুল ছিটিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান জানাতে। যা দেখে রাজীববাবু নিজেই আপ্লুত হয়ে পড়েন বলে জানা যায়। একসময় তিনি বলেন আমাকে উদ্দেশ্য করে আর ফুল ছড়াতে হবে না। আজকের রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে রোড শো-এর কর্মী সংখ্যার উপস্থিতি প্রায় হাজার পাঁচেকের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুবরাজপুর (বীরভূম) : এক পথদুর্ঘটনায় মারা গেল এক নৌসেনা কর্মী। জখম হল অন্তত চারজন। ২৭ মার্চ কলকাতার বিমানবন্দর থেকে ফেরার পথে ভাতারে ঘটে এই পথ দুর্ঘটনা। মৃত নৌসেনা কর্মীর নাম সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় (৩০)। বাড়ি বীরভূমের দুবরাজপুরে। জখম হয় মিলন, লোচন, ব্রজেশ্বর গড়াই। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৭ মার্চ মহম্মদবাজার থানার শেওড়াচুঁরি মোড়ে ডাম্পার ও মারুতির সংঘর্ষে জখম হয় একজন। তাকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণে বিজেপি প্রার্থীদের জেতার আশা ক্ষীণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে বিধানসভার নির্বাচনে সোনারপুর উত্তরের বিজেপি প্রার্থী সত্যব্রত দত্ত ও দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মনোরঞ্জন দত্ত। এই উত্তর ও দক্ষিণ বিধানসভার অধীনে যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলি আছে সেই এলাকাগুলি পায়ে হেঁটে প্রচার করতে ব্যস্ত। উত্তরের প্রার্থী সত্যব্রত বলেন আমি সোনারপুরে বেশ কিছু ওয়ার্ডে ভালো ফল পাবো। প্রশ্ন— কেন? কারণ সেই সমস্ত ওয়ার্ডে আমাদের পার্টির সংগঠন অত্যন্ত ভালো। সেই কারণে ভালো ফলাফলের আশা করছি।

প্রশ্ন—আপনাদের সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণে সেই রকম কোনও অস্তিত্ব নেই। কোথাও কোনও পথসভা করতে দেখা যায় না বড় ধরনের রক্তদান শিবির বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র করা অথবা মানুষের কাছে গিয়ে কথা বলা এছাড়া প্রত্যন্ত গ্রামে পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমস্যার কথা শোনা সেই সব ব্যাপারে আপনাদের সারা বছরে দেখা মেলে না। যাকে বলে জনসংযোগ। সুতরাং এই যদি সারা বছরের চিত্রটা এরকম থাকে তাহলে ভোটের সময় আপনাদের বেশি করে ভোট দেবে মানুষেরা এই ধরনের আশা করছেন কি করে। সত্যব্রত বাবু একটা নতুন

সত্যব্রত দত্ত

মনোরঞ্জন দত্ত

টেকনিক ধরেছেন এই ভোটের প্রচারের জন্য। কিরকম টেকনিক ভোট চাইতে বাড়ি বাড়ি না ঘুরে বাজারগুলো ও দোকানদারদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। অন্যদিকে দক্ষিণের প্রার্থী মনোরঞ্জনবাবু বলেন আমরা শুধু পদযাত্রায় ব্যস্ত। রাস্তার দুধারে যে কটি বাড়ি আছে তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। কিন্তু গলির ভিতরের রাস্তায় আমরা ঢুকছি না।

প্রশ্ন করলাম আপনারা সরকারে আসলে প্রথমে কি কি কাজের উপর গুরুত্ব দেবেন? বলেন রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, উন্নয়ন, কৃষক, সিন্ডিকেটের বদলে কর্মসংস্থান, বেকার ছেলে মেয়েদের চাকরি। প্রশ্ন করলাম আপনাদের রাজত্বকালে দিল্লি থেকে কন্ট্রোল করবে কি এই বাংলা। মনোরঞ্জন বাবু বলেন কেন বাংলার বিজেপি চিফ মিনিস্টার বাংলাকে চালাবে। সোনারপুরে প্রচারে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বিজেপি। এছাড়া জোট শক্তিতে কংগ্রেসকে প্রচারে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কেন এই জোট শক্তিতে বেশির ভাগ পদযাত্রায় দেখা যাচ্ছে সিপিএম-এর পতাকা। কারণ সোনারপুরে কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ৩৫ বছরের রাজত্বে এই সোনারপুরে সিপিএমদের বেশ বড় রকমের লাল দুর্গ ছিল।

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার পুরপ্রধান থেকে কাউন্সিলররা সবাই সিপিএমের পার্টির এক নিষ্ঠাবান কর্মী ছিল। একটা সময় সোনারপুরে সিপিএমের জনসভায় প্রচুর মানুষদের জন্য বাড়ির মহিলারা ঘরে ঘরে আটার রুটি তৈরি করতে ব্যস্ত থাকতে হতো। বর্তমানে এই সোনারপুরে তৃণমূল ছাড়া বিরোধীদের ভোটে জেতার আশা নেই বললেই চলে। এলাকার সমীক্ষায় উঠে আসছে এই তথ্য।

প্রথম লড়াইতেই আশাবাদী গার্গী

মলয় সুর, নৈহাটি : প্রচণ্ড রোদ। উষ্ণতার পারদ ৪০ ডিগ্রির কোটা পার হয়েছে। এরই মধ্যে মাটি কামড়ে লড়ছেন সিপিএমের গার্গী চট্টোপাধ্যায়। বামফ্রন্টের নতুন মুখ। নৈহাটি বিধানসভায় প্রথমবার লড়াই করছেন তিনি। তাঁর বড় পরিচয় হল নৈহাটি জুট মিলের ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। ২০১৩ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়নের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফর করেন। ইছাপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে পড়াশোনা। নৈহাটি কৃষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে পড়াকালীন এসএফআইয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর (মাসকম) করেন। তাঁর বাবা শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়। আদি বাড়ি গারুলিয়া বাবুঘাট। অস্থায়ী ঠিকানা জান মহম্মদ চাঁদ ঘাট রোড। এখানকার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। গত ২০১১ সালে এই বিধানসভা থেকে তৃণমূল জয়ী হন। যদিও নৈহাটি বিধানসভা বরাবরই বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি। গঙ্গাপারের নৈহাটি শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে। কখনও শ্রমিক অসন্তোষ, আবার কখনও কাঁচামালের সংকট উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা না থাকায় উত্তর চব্বিশ পরগনায় অধিকাংশ জুট মিলই বছরে চার থেকে পাঁচ মাস বন্ধ থাকে। জেলার শিল্পের দুরবস্থা প্রসঙ্গে গার্গী দেবী বলেন, ৫ বছরে একেবারে এক-চতুর্থাংশে গিয়ে ঠেকেছে। গার্গী দেবী অবশ্য নিজে জেতার ব্যাপারে আশাবাদী। কীভাবে এত আত্মবিশ্বাসী হচ্ছেন,গত ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে তো হেরে গিয়েছিল সিপিএম।

পুকুর ভরাটই ইস্যু সিপিএমের

এবার তাঁর যুক্তি, গতবার মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোট লুঠ হয়েছে। এবার খেলাটা আলাদা। সাধারণ মানুষ তৃণমূল নেতাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের দলনেত্রী রক্ষা করছেন। তাঁর কথায়, দুনীর্তি বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও উদ্যোগ নেননি। বরং দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। নৈহাটি হাসপাতালটি গরুর খোঁয়াড়ে পরিণত হয়েছে। সারাবছরই হাসপাতাল চত্বরে এক হাঁটু জল জমে থাকে। এখানকার বেশিরভাগ রোগীদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করতে হয়। অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে এই পালাবদলের সুফল রাজ্যের গরিব মানুষ, জুট মিলের শ্রমিকরা পাননি। অপরাধের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত। এদিকে নৈহাটিতে পুকুর ভরাটের স্বর্গরাজ্য চলছে। শাসকগোষ্ঠী বলছে বাস টার্মিনাস হবে।

কিন্তু আদৌ তা হচ্ছে না। জলাজমি ভরাটের ঘটনায় স্থানীয় মানুষ তৃণমূলের উপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ বিরক্ত। আর সেই ক্ষোভকেই এবার বাক্সে প্রতিফলন ঘটাতে মরিয়া চেষ্টায় বামেরা। এবারে এখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। এখানে মোট ৩১টি ওয়ার্ড। এরই পাশাপাশি চারটি গ্রাম এই বিধানসভার আওতায় রয়েছে। মোট বুথ সংখ্যা ২০৪টি। ভোটার ১ লাখ ৮০ হাজার। এখানকার কেউ কেউ বলছে লাল কাস্তে হাতে ধরে ঘাসফুল কেটে ফেলবে। এদিকে গার্গী দেবীর প্রধান সেনাপতি প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী রঞ্জিত কুন্ডু, প্রাক্তন বিধায়ক তড়িৎ তোপদার। এছাড়া রয়েছেন অর্ণব পাল, রঙ্গন মজুমদার, প্রবীর পাড়ুই, প্রধান ইলেকশন এজেন্ট অচ্যুতাভ ভট্টাচার্য।

রামকৃষ্ণদেবের ১৮১তম আবির্ভাব দিবস

বাপি লাল দে : পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের ১৮১তম আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বরানগরের আলমবাজার মঠের পরিচালনায় ৫ দিন ব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান চলবে ৭ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়বস্তু দিয়ে সমস্ত অনুষ্ঠানের দিনগুলিকে সাজানো হয়েছে বলে জানালেন মঠের বর্তমান সম্পাদক সারদাত্মা নন্দজী মহারাজ। প্রথম দিন অর্থাৎ ৭ এপ্রিল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী পূরবী বর্মনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন মঠের সম্পাদক। এর পরেই মঠের সম্পাদক সারদাত্মা নন্দজী মহারাজ, জীমাত্মানন্দজী মহারাজ, বেঙ্গল অলিম্পিকস-এর প্রাক্তন সম্পাদক কমলেশ চট্টোপাধ্যায় ও দমদম লোকসভার সাংসদ সৌগত রায়, বরানগরের বিধায়ক তাপস রায় সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের বরণ করে নেওয়ার এক আকর্ষণীয় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আলমবাজার মঠের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অর্থাই ১০ এপ্রিল থাকছে মাঙ্গলিক সানাই বাদনের শুভ সূচনা থেকে শুরু করে দুপুর একটায় প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণদেবের পাদুকা পুজো, স্বামী বিবেকানন্দ সারদা মায়ের পুজো এবং হোম যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে মঠের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানের তৃতীয় এবং চুতুর্থ দিনে থাকছে যথাক্

২০১৪ বনাম ২০১৬

দ্বিতীয় দফার ৫৬টির অতীত কি বলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ষোড়শ সাধারণ নির্বাচন ২০১৬–র দ্বিতীয় দফায় আগামী ১৭ এপ্রিল রাজ্যের দুই বঙ্গে একত্রে সাত জেলার সর্বমোট ৫৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। উত্তরবঙ্গের সাত জেলার একমাত্র কোচবিহার বাদে বাকি ছয় জেলাতেই এদিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দার্জিলিং জেলার ছ'টি কেন্দ্রের সবকটিতে, জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি কেন্দ্রের সবকটিতে, নবগঠিত আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি কেন্দ্রের সবকটিতে, উত্তর দিনাজপুর জেলার ন'টি কেন্দ্রের সবকটিতে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছ'টি কেন্দ্রের সবকটিতে এবং মালদহ জেলার ১২টি কেন্দ্রের সবকটিতে এবং এরই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের উত্তরভাগের বিশ্বকবি রবিঠাকুরের জেলা বীরভূম জেলার ১১টি কেন্দ্রের সবকটিতে এদিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই সাত জেলার ৫৬টি কেন্দ্রে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছে ৩৯৭ জন।

এবার আসা যাক এই ৫৬টি কেন্দ্রের যে ২৮টি কেন্দ্রে বামফ্রন্ট ও জাতীয় কংগ্রেস জোট রাজ্যের বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে ২০১৪–র এপ্রিল –মে–র ষোড়শ লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে জোর লড়াই যে সমস্ত কেন্দ্রে তার পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল।

জেলা	বিধানসভা কেন্দ্র	তৃণমূল কংগ্রেস	বামফ্রন্ট+জাতীয় কংগ্রেস দলের পরিসংখ্যান
দার্জিলিং	মাটিগাড়া–নকশালবাড়ি–২৫	৫৪,০৮৩	৪৩,৮৫৮+১৯,৬০০=৬৩,৪৫৮
	ফাঁসিদেওয়া–২৭	৪৪,২২৬	৩৮,০৪৮+২৪,৯০৬=৬২,৯৫৪
উত্তর দিনাজপুর	চোপরা–২৮	৪৯,৯৮৫	৪৮,২১৩+২৫,৭৩৮=৭৩,৯৫১
	ইসলামপুর–২৯	৫০,৭১৯	৩৩,৮৪৪+২৮,৬৬০=৬২,৫০৪
	গোয়ালপুর–৩০	২১,০৭৪	৩৫,১২৯+৫৩,০৯৩=৮৮,২২২
	চাকুলিয়া–৩১	১৬,০৯৫	৫০,৮২৪+৩৯,৯৩০=৯০,৭৫৪
	করণদিঘি–৩২	৩০,৮৩৫	৫৩,৯৬১+৯৩,১৯১=৯৩,১৫২
	হেমতাবাদ–৩৩	৩৫,৫১৯	৫৩,৪৮৬+৪৯,৪১৬=১,০২,৯০২
	কালিয়াগঞ্জ–৩৪	৩৮,৩০৯	৫৮,৫৮১+৫৭,১৫২=১,১৫,৭৩৩
	রায়গঞ্জ–৩৫	১৯,৭১৮	৩১,০৩৮+৪৮,০৬৫=৭৯,১০৩
মালদহ	হবিবপুর–৪৩	৪২,২২৫	৪৭,০৬০+৩৫,৪৪২=৮২,৫০২
	গাজল–৪৪	৪০,১২৯	৫৪,৯৩২+৩৯,৪৯৬=৯৪,৪২৮
	চাঁচল–৪৫	১৯,০৩১	৫৭,৭৯১+৫৯,২০৯=১,১৭,০০০
	হরিশ্চন্দ্রপুর–৪৬	১৮,৭৩১	৫০,৬৫১+৬১,৪৫৮=১,১২,১০৯
	মালতীপুর–৪৭	২০,১২৪	৩৪,৬৪৮+৭০,৮১৫=১,০৫,৪৬৩
	রতুয়া–৪৮	২৫,৬৮৫	৪৬,২৫০+৭৩,৯৬৯=১,২০,২১৯
	মানিকচক–৪৯	৩৮,১৫৬	৩০,৬৬৯+৫২,৫৫৬=৮৩,২২৫
	মালদহ–৫০	৩০,৯৬১	৩০,৯৩৩+৪৭,৮৫২=৭৮,৭৮৫
	ইংরেজবাজার–৫১	৩৭,৩৩২	২৭,১১৪+৪১,৪১৩=৬৮,৫২৭
	মোথাবাড়ি–৫২	২০,২৯৬	১৮,৩৮২+৫৩,২৮০=৭১,৬৬২
	সুজাপুর–৫৩	২৬,১৪১	১৭,৫০৮+৭৪,৪৭৭=৯১,৯৮৫
	বৈষ্ণবনগর–৫৪	৩২,৫৪৮	২৩,৫০৪+৪৯,৪২২=৭২,৯২৬
দক্ষিণ দিনাজপুর	কুশমন্ডি–৩৭	৬০,১৪৪	৫০,৪০৪+১২,৪২৫=৬২,৮২৯
	বালুরঘাট–৩৯	৪০,২৬৬	৩৬,৬৯৪+১১,২৮০=৪৭,৯৭৪
বীরভূম	রামপুরহাট–২৯১	৬২,০৭৫	৫৩,৪৬৮+১৪,১৮৫=৬৭,৬৫৩
	হাসান–২৯২	৫৮,২৮১	৫৪,৩৭৭+৩৭,১৯৬=৯১,৫৭৩
	নলহাটি–২৯৩	৬২,৫৩২	৬৩,৫৫১+২০,৯৭৭=৮৪,৫২৮
	মুরারই–২৯৪	৫৮,৫৮২	৬১,০৬৪+৪০,৪৫৭=১,০১,৫২১

বাংলা নববর্ষে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি পথশিশুদের দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের বাছাই করা কিছু ছবি নিয়ে এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংঘের অন্যান্য সভ্যবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র।

দে wall–এ লিখে

ভোটযুদ্ধে তারকা কাহন বাংলায়

পার্থসারথি গুহ

ভোটের বাজারে মেগা প্রচার কাকে বলে তা বেশ বোঝে ভারতবাসী। বিশেষ করে এদেশের ভোট কালচারে ফিল্মি নায়ক–নায়িকাদের সামিল করার একটা প্রয়াস বহুকাল ধরেই চলে আসছে। আসল কথা হল অনেক সময়ে দেখা যায় প্রকৃত নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ বা সমাজসেবীর থেকেও বড় হয়ে দাঁড়ায় এইসব অভিনেতা অভিনেত্রীর গ্ল্যামার। তাই তো অমিতাভ বচ্চনের মতো সুপারস্টারের কাছে উড়ে যেতে হয় বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা রাজনীতিবিদ হেমবতীনন্দন বহুগুনাকে। পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গও। এ রাজ্যেও তো উদীয়মান সুপারস্টার দেবের কাছে হার মানতে হয় প্রবীন রাজনীতিবিদ সন্তোষ রানাকে। মুনমুন সেনের কাছে পর্যুদস্ত হন বাসুদেব আচার্যের মতো পোড় খাওয়া সাংসদ। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। এককালের বামপন্থী বলে পরিচিত গায়ক ইন্দ্রনীল সেন কিন্তু অধীর রঞ্জন চৌধুরীর গড় ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছেন। ওখানে শেষ লোকসভা নির্বাচনে অধীরবাবু প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ভোটে জয়ী হন, তৃণমূলের চরম উত্থানের বাজারেও।

যদিও বাংলায় সিনেমার নায়ক–নায়িকা, গায়ক, খেলোয়ার বা অন্য কলাকুশলীদের ভোটের দাঁড়ানোর ক্ষেত্রটা বেশ প্রশস্ত করে দিয়েছে বর্তমান মা–মাটি–মানুষের সরকার। অন্তত এটাই বক্তব্য বিরোধী দল থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক সকলের। আগে মূলত দক্ষিণ ভারতের ট্রেন্ড ছিল চলচ্চিত্র জগতের স্টারদের রাজনৈতিক ময়দানে জায়গা করে দেওয়া। দক্ষিণ

ভারতের শাসক হিসাবে যারা এখন সমাদৃত তাঁদের অনেকেই উঠে এসেছেন রূপালি পর্দা থেকে। তা তামিলনাড়ুর জয়ললিতা হোক আর তার প্রবল বিরোধী করুনানিধি হোন না কেন।

অন্ধ্রপ্রদেশেও সেই এক ছবি। এখানে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলেগু দেশম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এনটিআর রামা রাও ছিলেন তেলেগু ছবির এক প্রবাদ পুরুষ। কেরালাতেও এই ট্র্যাডিশন আছে, তুলনামূলকভাবে কম। বাংলার বিধানসভা ভোটে যখন শাসক তৃণমূলের প্রার্থী হয়েপ্রচার চালাচ্ছেল লক্ষ্মীরতন শুক্লা তখন আবার কেরলে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন শ্রীশান্ত। বাংলার ভোটে এবার আবার ফুটবল তারকা রহিম নবি এবং ষষ্ঠী দুলেরাও রয়েছেন। নবি যেখানে ঘাসফুলের সেখানে ষষ্ঠী পদ্মফুল নিয়ে লড়ছেন। তা বলে কি বাংলায় জোটপন্থীরা পিছিয়ে আছেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে কিছুটা তো বটেই।

শাসক তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে মাঠে যেখানে একাধিক তারকা (অভিনেতা থেকে ক্রীড়াবিদ) সেখানে জোট তথা সিপিএমের হয়ে বিধানসভার যুদ্ধে লড়ছেন এশিয়ান গেমসের প্রাক্তন সোনাজয়ী অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী শিকদার। কংগ্রেসের হয়ে তারকা সেই অর্থে কেউ নয়। যারা লড়ছেন তারা রাজনীতির জগতে স্বনামধন্য।

সিপিএম বা বামেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন রাজনীতিতে স্টারডাম ঘটানোর। এটা প্রভূতাংশে ঠিক। তা বলে শিল্পী বা ক্রীড়াবিদরা রাজনীতিতে আসলে ক্ষতি কী? বিশেষজ্ঞরা বলেন স্টাররা আসুন ঠিক আছে। কিন্তু তাদের পক্ষে নিজেদের পেশা বা তারকাচিত গ্ল্যামার সামলে জনগণের উপকার করা কতটা বাস্তব সেটাই প্রশ্ন। আর এখানেই হয়তো দেবশ্রী রায় বা চিরঞ্জিত চক্রবর্তীরা বিধায়ক হয়েও মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না। দেখা যাক এবার সোহম চক্রবর্তী বা বাইচুং ভুটিয়ারা যদি জয় পান কেন জনসংযোগ করতে পারবেন তারা। তা বলে সিপিএম যে ধোয়া তুলসীপাতা তা আদৌ নয়। বরং নিজেদের জমানায় তাদেরও দেখা গিয়েছে তারকা প্রার্থী দাঁড় করাতে। প্রয়াত অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় সিপিএমের প্রতীকে চৌরঙ্গী থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় অবশ্য রাসবিহারীর উপনির্বাচনে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হেরে যান। সব্যসাচী চক্রবর্তী, বাদশা মৈত্র, চন্দন সেনদেরও পার্টি বিভিন্ন সময়ে ভোটে লড়ার অনুরোধ করে। এরা অবশ্য সবিনয়ে তা এড়িয়ে গিয়েছেন।

গত পয়লা বৈশাল, ১৪ এপ্রিল মৈরাং দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার রাজপথে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। ৯ টি সংস্থার পক্ষ থেকে এই পদযাত্রায় পা মিলিয়েছিলেন নেতাজি প্রেমী বহু মানুষ। মৈরাংয়ে ১৪ এপ্রিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকা উত্তোলন করেন। তাই এই বিশেষ দিনটিকে ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭–এর আগের প্রাক স্বাধীনতা দিবস হিসাবে তুলে ধরার দাবি উঠেছে জনমানসে।

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে জৈব সার কার্যকরী

নিজস্ব সংবাদদাতা : চাষের জমিতে বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি ও উৎপন্ন ফসলের গুণগত মান হ্রাস পাওয়ায় বর্তমানে কৃষি বিশেষজ্ঞরা মাটিতে জৈব সার প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন। জৈব সারের মধ্যে কেঁচো সার সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জীব বিজ্ঞানের ভাষায় কেঁচো হল মাটির বন্ধু। এরা কখনও

মাটি খুঁড়ে, আবার কখনও সারের মাধ্যমে কৃষিকাজে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। নির্দিষ্ট জাতের কিছু কেঁচোর সাহায্যে পচা জৈব আবর্জনাকে তাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়ে যে বর্জ্য পদার্থ নিঃসারিত হয় তাকে কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট বলে। সারা বিশ্বে প্রায় ৪২০০–এর বেশি প্রজাতির কেঁচো রয়েছে। এদের মধ্যে আইসোনিয়া ফোয়েটিডা, ইউড্রিলাস উইজেনি ও পেরিওনিক্স এক্সক্যাভেটাস এই তিন প্রজাতির কেঁচো সার তৈরিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। কেঁচো সার ব্যবহারে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মাটির জলধারন ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়া এই সারে বিভিন্ন হরমোন যেমন– অক্সিন, জিব্বারেলিক অ্যাসিড, সাইটোকোইনিন, হিউমিক অ্যাসিড অঙ্কুরোদগম ও গাছের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং উৎপাদিত ফসলের গুণগত মান ভালো হয়। কেঁচো সারে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক থাকায় তা রোগ প্রতিরোধেও যথেষ্ট কার্যকরী ভুমিকা নেয়।

কেঁচো সার তৈরির পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল। খুবই স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে যে কেউই কেঁচো সার তৈরি করতে পারে। প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে কেঁচো সার তৈরি করা যায়। প্রথম ধাপে মাটির ওপর খোলা আকাশের নীচে কেঁচোর খাবার তৈরি করে এবং দ্বিতীয় ধাপে ছাউনির নিচে সেই খাবার দিয়ে কেঁচো সার তৈরি করতে হয়। প্রথম ধাপে মাটির ওপর খোলা আকাশের নীচে গোবর, কলাগাছ, গোমূত্র, কচুরিপানা,সবুজ সার এবং অপচনশীল দ্রব্য যেমন– প্লাস্টিক, রবার, পাথর, টিন ইত্যাদি উপাদান সহযোগে এই সার প্রস্তুত করতে হয়। যে জমিতে জল দাঁড়াতে পারে না সেইরূপ জমি কেঁচো সার তৈরির পক্ষে আদর্শ। মাঠের জমিতে বিঘা প্রতি ২.৫ থেকে ৫ কুইন্টাল কেঁচো সার প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে বাগানে ফসল চাষে গাছ প্রতি এবং গাছের বয়স অনুযায়ী ২০০ থেকে ৫০০ গ্রাম কেঁচো সার প্রয়োগ করা হয়। প্রধানত, নার্সারিতে টবে ফুল, ফল, সবজি তৈরীতে, জৈব কৃষিতে, পোল্ট্রি বা মাছের খাদ্য হিসাবে বাড়তি কেঁচো ব্যবহৃত হয়। তাই বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও চাষিদের মধ্যে কেঁচো সার তৈরির আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষকের ভগবান জয়রামভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমরা স্বচক্ষে ঈশ্বরকে না দেখলেও মানুষের মধ্যেই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। আজকের দিনে মানুষ যেখানে একে অপরের দুঃখ–কষ্টে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় সেখানে কেউ যদি ব্যতিক্রমী চরিত্র হন তাহলে তাঁকে ঈশ্বর ছাড়া আর কী ভাবা যেতে পারে? জয়রামভাই থেসিয়া এরকমই এক ব্যক্তি। তিনি কৃষকদের কথা চিন্তা করে নিজ উদ্যোগে ৮ কিলোমিটার একটি নদী সংস্কার করে চলেছেন।

গুজরাটের সৌরাষ্ট্রের আমরেলি জেলায় থেবী নদী। এই নদীকে ঘিরে রয়েছে কয়েক হাজার একর কৃষিজমি। চাষাবাদের ক্ষেত্রে এই নদীর জল খুবই কাজে লাগতো। কিন্তু পরবর্তীকালে পলি পড়ে নাব্যতা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে। নদী প্রায় শুকিয়েই যায়। কৃষকদের খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জয়রামভাই থেসিয়া (৬৫)। সুরাটের এই হীরে ব্যবসায়ীর এই উদ্যোগকে কৃষক থেকে প্রশাসনিক আধিকারিক সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জয়রামভাই জানান, 'আমি একজন চাষির ছেলে। আমি দেখেছি আমার গ্রামের চাষিরা কত কষ্ট করছে এক ফোঁটা জলের জন্যে। তাই শৈশব অবস্থাতেই মনস্থির করেছিলাম জীবনে কোনওদিন যদি ধনী হতে পারি তাহলে আমি আমার গ্রামের জন্য কিছু করবো।' করে দেখিয়েছেন এই কোটিপতি ব্যবসায়ী। থেবী নদীকে সেচের কাজে উপযুক্ত করে তোলার জন্য তিনি নিজেই সেচের কাজে উপযুক্ত করে তোলার জন্য একটি লক্ষাধিক টাকা দামের জেসিবি ওডাস্কার মেশিন কিনেছেন।

গত তিন মাস ধরে নিজস্ব জেসিবি এবং ডাম্পার মেসিনের সাহায্যে নদী খননকার্য চলছে। ৮ কিলোমিটার এই নদীটির চার ভাগের এক ভাগ কাজ সবে হয়েছে। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে কাজ চলছে। এই নদী খননের কাজে যোগ দিয়েছে প্রায় শতাধিক শ্রমিক। গুজরাট সরকারের কোনওরকম সাহায্য ছাড়াই এই নদী খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে যে কোনওরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু হীরে ব্যবসায়ী জয়রামভাই তা নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'আজ আমার সবকিছু রয়েছে, সমাজের ভালোর জন্যে তা দিতে আমি প্রস্তুত। সমাজের জন্য আমৃত্যু কাজ করে যেতে চাই।' এই সামাজিক

কাজে তাঁকে তাঁর স্ত্রীও সাহায্য করে চলেছেন। প্রতিদিন যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন তাদের জন্য নিজে খাবারের বন্দোবস্ত করেন। জয়রামভাইয়ের কথায়, 'আমার নদী সংস্কারের কাজে সর্বদা সাহস জুগিয়ে এসেছেন আমার স্ত্রী। তিনি খুবই উৎসাহিত। গত তিনমাস ধরে সুরাটের বাড়ি ছেড়ে আমবেরিলি বাবরা গ্রামেই তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন।' মূলত এই নদী সংস্কার হলে কৃষক যেমন উপকৃত হবে তেমনি আমরেলির বাবরা গ্রামও লাভবান হবে।

পানীয় জলের সমস্যাও মিটবে বলে জানা যায়। এই নদীর ওপর চেকড্যাম গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি। সেখানে বর্ষার জল ধরে রাখলে চাষের ক্ষেত্রে উপযোগী হবে। তবে জয়রামভাই মনে করেন, নদী সংস্কারের যে কাজ চলছে তাতে পরবর্তী '৫০০ বছর' কৃষকদের সেচের জলের কোনও সমস্যা হবে না। সারা বছরই চাষাবাদ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকাটি 'নন্দন বন'–এ পরিণত হবে।

জয়রামভাই থেসিয়া গুজরাটের আমরেলি জেলার বাররাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষক। সুতরাং মাঠে ঘাটেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বোঝেন এক ফোঁটা জলের জন্য কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় একজন কৃষককে। তাই তখনই তিনি মনস্থির করেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজের কাজ করবেন। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। অভাবের তাড়নায় উচ্চ শিক্ষা লাভ সম্ভব না হলেও প্রকৃত মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তিনি। শৈশব বয়সেই তিনি হীরে–সোনার কাজে লেগে পড়েন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই হীরে ব্যবসায় কোটিপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয়ে নদী সংস্কার এবং চেকড্যাম তৈরি করেছেন। তাই আজ তিনি কৃষকের ভগবান।

মাঙ্গলিকী

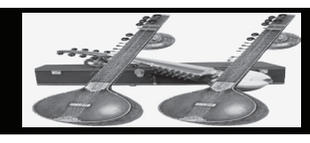

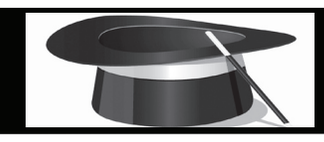

ষড়ভূজ নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঐতিহাসিক মেদিনীপুর শহরের অগ্রণী সাংস্কৃতিক সংগঠন ''ষড়ভূজ'' প্রতি বছরের মতো এ বছরেও মহাসমারোহে আয়োজন করেছিল

''ষড়ভূজ নাট্য উৎসব ১৬''। ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম পর্যায়ের পর ১৩-১৪ মার্চ দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান শহিদ প্রদ্যোৎ স্মৃতি ভবনে (জেলা পরিষদ হল) অনুষ্ঠিত হয়। যার উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যব্যক্তিত্ব সুবোধ পট্টনায়ক। ষড়ভূজ-এর পক্ষ থেকে তাকে উত্তরীয় এবং মানপত্র দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

১৩ মার্চ প্রথমে ষড়ঙ্গ এবং ষড়ভূজ-এর ছাত্র-ছাত্রীরা নিবেদন করে প্রচলিত লোকায়ত নৃত্য। কলকাতার নৃত্যলোক পরিবেশিত নৃত্যনাট্য এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে বাড়তি মাত্রা সংযোজন করেন। সেই দিন দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। খড়দা থিয়েটার জোনের প্রযোজনা ''কালিন্দী'' এবং ষড়ভূজ-এর নিজস্ব প্রযোজনা ''জুতা আবিষ্কার''। দুটি নাটকের মাঝে নাটকের গান নিয়ে হাজির ছিল মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়।

১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা রবীন্দ্রভারতী থিয়েটার রেপার্টরি প্রযোজিত নাটক ''ফাল্গুন রাতের গপ্পো''। ষড়ভূজের নির্দেশক ও প্রাণপুরুষ তরুণ প্রধানের পরিচালনায় এই নাটক ইতিমধ্যেই দেশে-বিদেশে সমাদৃত। দর্শকরা ওই প্রযোজনা দেখে উচ্ছ্বসিত। এছাড়াও সেইদিন ষড়ঙ্গ ও ষড়ভূজের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের নাচ পরিবেশন করে।

বিবর্তন থিয়েটারের বিশ্বনাট্য দিবস পালন

অরিন্দম রায়চৌধুরী : বিশ্বনাট্য দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতা বিবর্তন থিয়েটার গত ২৭ মার্চ সংস্থার চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উৎসবের মধ্য দিয়ে সল্টলেক আরএ ব্লকের প্রান্তিক সমাজ সদন-এ বিশ্বনাট্য দিবস পালন করে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁকে সহযোগিতা করেন অভিনেত্রী শালু সরকার। এছাড়া প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বিনয় সাহিত্য সংসদ' এবং 'বিনয়' পত্রিকার সম্পাদক নির্মলকুমার মণ্ডল, সমাজসেবী সুশান্ত দাস, নৃত্য নির্দেশক ইমরান প্রমুখ।

উদ্বোধনী ভাষণে বাসুদেববাবু বলেন 'নাটক সমাজের দর্পণ, নাটক সমাজের প্রতিচ্ছবি।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'নাটকে লোক শিক্ষে হয়'। নাটকের মধ্য দিয়ে বোঝা এবং ভাবনার মেল বন্ধনে সৃষ্টি হয় শিল্প। এইভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা কথা এসে যায়। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের দায়বদ্ধতার কথা এসে যায়। এত কিছু লিখেছেন এবং বলেছেন মানুষের স্বপক্ষে, মানুষের মঙ্গলের জন্য। বিবর্তন থিয়েটার সেই কাজটাই করে চলেছে। ইতিমধ্যে তাদের পরিবেশিত নাটকগুলি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। আজকে পেলব রায় নির্দেশিত 'শতাব্দীর পদাবলী' মঞ্চস্থ হবে। আশাকরি আপনাদের ভাল লাগবে। সকলের মঙ্গল ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। সেইসঙ্গে বিবর্তন থিয়েটারের আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।' এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের বক্তব্য শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্য ইত্যাদি শেষে শতাব্দীর পদাবলী মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শক কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শিল্পী জয়দেব সরকারের সুন্দর সঞ্চালনে বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

খাটুরা চিত্তপটের সত্যান্বেষী

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুভাশিস রায়চৌধুরীর পরিচালনায় এই নাটক সকলের মন ভরাবে।

গোয়েন্দা যেখানে থাকবে রহস্য সেখানে থাকবেই, 'রহস্য রোমাঞ্চিত নাটক চিরকাল দর্শকদের আকর্ষণ করেছে। খাঁটুরা চিত্তপট সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলো তাদের নাটক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়এর কাহিনী অবলম্বনে ''সত্যান্বেষী'' নাট্যরূপ দিয়েছে শুভদীপ রায়চৌধুরী।

মধ্য কলকাতার এক নিম্নবিত্ত পাড়ার মেস বাড়িতে থাকে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক লেখক। আর থাকে মেসমালিক অনুকূল বাবু আর বেসের কয়েকজন বাসিন্দা ছাপোষা কেরানি। হঠাৎ একদিন অতুলচন্দ্র মিত্র নামে এক ব্যক্তি ভবঘুরে ঠিকানাহীন এক মানুষ মেসে উদয় হয়। তাঁকে ঘিরে তার পেছন পেছন নানা রুদ্ধশ্বাস ঘটনা ঘটতে শুরু করে মেস বাড়িতে। এই রহস্য সমাধান করতে এসে পড়েন তখনকার সময়ের বিখ্যাত গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সি। তিনি 'সত্যান্বেষী'। সত্য অনুসন্ধান করাটাই তার কাজ। অতএব তিনি তাই করলেন। এবং এই ঘটনার পর থেকে ব্যোমকেশ ও অজিতের প্রবাদপ্রতীম বন্ধুত্ব ভালবাসা জুটির শুরু। একজন রহস্য উন্মোচন করেন অন্যজন লেখেন। 'সত্যান্বেষী' নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরয়োগ শুভাশিস রায়চৌধুরী। এই নাটকে নীলাভ চট্টোপাধ্যায়-এর মঞ্চ, বাদল দাসের আলো, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়এর আবহ এবং কৌশিক দাসের রূপসজ্জা যথাযথ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে (ব্যোমকেশ) শুভাশিস রায়চৌধুরী (অজিত) শঙ্খদীপ রায়চৌধুরী এবং মেসের মালিক অনুকূল চরিত্রে প্রদীপ রায়চৌধুী চমৎকার অভিনয় করেছেন। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন সুবিন, সুরজিৎ হালদার, সোমনাথ সিনহা, সুজিত মজুমদার, নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন রায়চৌধুরী, চিত্তপটের 'সত্যান্বেষী' নাট্যমোদী সকল দর্শকের মন ভরাবে।

বড়িশা জাদু আড্ডায় জাদুকর রণ চ্যাটবার্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সংস্কৃতিপ্রেমী বরিষ্ঠ ইংরেজ, সৌখিন জাদুকর, জাদুস্রষ্টা ও ইংরেজি সাহিত্য সমৃদ্ধ রণ চ্যাটবার্ণ আবার এলেন মহানগরীতে। মিলিত হলেন এখানে তাঁর পুরানো জাদুকর ও লেখক বন্ধুদের সঙ্গে। বস্তুত এই নিয়ে ৬ বার রণ চ্যাটবার্ণ কলকাতায় এলেন সুদূর ইংল্যান্ডের ডোভার থেকে, কাটিয়ে গেলেন ৩ মাস করে প্রতিবার। এবারেও রণ চ্যাটবার্নকে বড়িশার জাদু আড্ডায় সাদর সংবর্ধনা জানানো হল তাঁর হাতে পুষ্প স্তবক, স্মারক ও নানান উপহার তুলে দিয়ে। সকলের আন্তরিক ভালবাসায় আপ্লুত রণ চ্যাটবার্ণ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কলকাতার মানুষজন বড় আপন করে নিতে পারেন বাইরের মানুষকে আর সেই কারণেই তিনি বারবার ছুটে আসেন কলকাতায়, এবারেও তাই এসেছেন। পরে রণ দু'একটি তাসের জাদু দেখিয়ে (বিখ্যাত জাদুকর আল ডো কলমবিনীর খেলা, নিজের মতন করে দেখালেন) সকল জাদুকর ও জাদুপ্রেমী সুধী জনকে মুগ্ধ করলেন।

এদিন জাদু আড্ডায় অন্য পর্বে রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান গোরা দত্তর হাতে বিশেষ স্মারক সম্মান তুলে দিলেন বরিষ্ঠ জাদুকর সতী প্রসাদ সরকার ও জাদুকর আর ডি। এদিনও নিজের সৃষ্ট বিবিধ জাদু দেখিয়ে সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করলেন গোরা দত্ত। এদিন আরও বিস্ময়কর জাদু দেখালেন জাদুকর আর ডি। ছবির মাছ থেকে সত্যিকারের মাছের আবির্ভাব ঘটিয়ে চমকে দিলেন সবাইকে, খেলার সঙ্গে তাঁর সুন্দর বাচনও ছিল লক্ষ্যনীয়)। এছাড়াও এদিন বিবিধ জাদু দেখিয়েছেন শুভায়ন শিকদার, দিলীপ ঘোষ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বালক জাদুকর সূর্য্যও জাদু দেখাতে পিছপা ছিল না... আড্ডা চলাকালীন অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাডা থেকে জাদুকর শ্রীনিবাস মোবাইলে রণ চ্যাটবার্ণকে শ্রদ্ধাপূর্ণ শুভেচ্ছা জানান। জাদু আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা দম্পতি তথা সমীর গুহঠাকুরতা-শ্রীমতি গুহঠাকুরতা সকলের যথারীতি আদর আপ্যায়ণে ত্রুটি রাখেন নি...

বিশেষ সংযোজন : এই দিনই দুপুরে রণ চ্যাটবার্নকে তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থার মাধ্যমে আপ্যায়ণ করলেন জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা (পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্র)। সতীপ্রসাদ দেখালেন জাদু সম্রাট পিসি সরকার সিনিয়র, পি সি সরকার জুনিয়র, মানেকা সরকারের পোস্টার, চিঠি (দুই পি সি সরকারের বিদেশ থেকে লেখা চিঠি) প্রভৃতি – রণ চ্যাটবার্ণ এক কথায় বললেন, জাদু সংগ্রাহকদের কাছে সতীপ্রসাদ সরকারের এই সব সংগ্রহ এক অমূল্য সম্পদ (সতী প্রসাদ বাংলার প্রয়াত আরও কয়েকজন বিখ্যাত জাদুকরের পোস্টার, চিঠি ইত্যাদি দেখান)। এই মধ্যাহ্ন ভোজনে এই প্রতিবেদকও বাদ পড়েননি!...

১১১ বছরের গ্রামীণ সাংস্কৃতিক মেলা

তাপস নস্কর: কলকাতা থেকে ১৮০ কিমি দূরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত ২০নং রাধারানীপুর গ্রামে ছয় দিন ব্যাপি এক সাংস্কৃতিক মেলা ও পুজো পাঠ মহা সমারোহে পালিত হল। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ১৭ই মার্চে অনুষ্ঠিত হল হরিনাম মহাযজ্ঞ। ১৮ই মার্চে পদাবলী কীর্তন পালিত হল।১৯ শে মার্চ শীতলা মায়ের ঘট স্থাপন ও যাত্রা অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। ২০শে মার্চ গন্ডি দেওয়া, ধুনা পোড়ানো ও মায়ের আরাধনা হয়। সেইদিন কলকাতা থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধান অতিথি কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রিনা ব্যানার্জী। তার বক্তব্যে বলেন যে এই গ্রামে এসে অসংখ্য মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে তিনি আপ্লুত। তিনি বিশ্বাস করেন ভালোবাসা ও গভীর ভক্তি দিয়ে সব জয় করা যায়। বিশেষ

অতিথি হাইকোর্টের আইনজীবী জয়ন্তী ধর কাদের বলেন যে সমাজে কয়েকজন মেয়েরাই অনেকাংশে মেয়েদের বিপথে ফেলার জন্য মূলত দায়ী। তাদের মুখোশ পরা হাসি মুখ থেকে ও প্রলোভনের ফাঁদের বেড়াজাল থেকে দূরে থাকতে পারলে সমাজ ভীষণ ভাবে উপকৃত হবে। কবি ও সমাজসেবী যতীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর বক্তব্যে জানান যে মোবাইল হারিয়ে গেলে আমরা ডায়েরি করবো অবশ্যই মোবাইলের (I.M.E.I) নম্বরটা দিয়ে। কিন্তু কীভাবে বার করবো? প্রথমে স্টার-হ্যাস-জিরো-সিক্স-হ্যাস দিলেই আপনি আপনার I.M.E.I. নম্বরটা পেয়ে যাবেন। তিনি তার বক্তব্যে মহিলা হেল্পলাইন (1098) এর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। ভারতের যে প্রান্তে আপনি বিপদে পড়বেন শুধু টোল ফ্রি এই নম্বরটাতে আপনার বর্তমান অবস্থান জানালে বিপদমুক্ত হবেনই। তবে এই অনুষ্ঠানে আরেক প্রধান অতিথি প্রাক্তন পুলিশ ইনস্পেক্টর অরিন্দম আচার্য বিশেষ অসুবিধার কারণে অনুষ্ঠানে না থাকতে পারার জন্য সম্পাদকের কাছে দুখ: প্রকাশ করেছেন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ মেলার সাফল্য কামনা করেছেন। রাতে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি গ্রামবাসী প্রসাদ-ভোগ গ্রহণ করেন।

২১শে মার্চ সামাজিক যাত্রা পালা সংঘটিত হয়।২২শে মার্চ মিউজিক্যাল ডান্স গ্রুপের পরিবেশনায় নৃত্য গীত দিয়ে ছয়দিনের এই দীর্ঘ অনুষ্ঠানের ইতি সূচিত হয়। সম্পাদক তারাপদ করন জানান যে সমস্ত গ্রামবাসীর সাধ্যমতো কম বেশি সাহায্য সহযোগিতা দিয়েই এই ১১১ বছরের মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত লাভ করে। সংস্থা এজ জন্য খুব খুশি।

পোয়েটস ওয়ার্ল্ডের জমজমাট আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ই মার্চ পি-৭৮, লেক রোডে অনুষ্ঠিত পোয়েটস ওয়ার্লডের আসর শেষে যখন তিনি 'একলা পথে' বাড়ি ফেরার পথে মনে হয়েছিল এতো সম্ভ্রান্ত আসর আর একটু চললে ভালোই হত, এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়াটা মোটেই ঠিক নয়। যদিও আসর শুরু হয় সকালে এবং শেষ হয় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে।

আসর শুরু হয়েছিল আনুষ্ঠানিক ভাবে আসর শুরুর আগেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি কবিতা পাঠের মাধ্যমে। কবির নাম স্বপন শী। যার কবিতা, লেখা সব সময়েই ভাল লাগে এই প্রতিবেদকের। আবার হারমোনিয়ামের টিউনিং ঠিক করতে করতে ডঃ মুখোপাধ্যায় শোনালেন 'হঠাৎ মনে আসা' 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি' রবীন্দ্র সংগীতের কয়েক কলি — ততক্ষণে আসরে এসে উপস্থিত হয়েছেন কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সঙ্গীত শিল্পী মিলিয়ে ৩৩ জন আর তাই মাত্র আড়াই ঘন্টার মধ্যে আসর শেষ হল বলে এই প্রতিবেদকের মনে হল। বড় তাড়াতাড়ি যেন 'সাঝবাতি' জ্বালা হল।

আনুষ্ঠানিক ভাবে আসর শুরু হল ক্লাস ওয়ানের ছাত্রী সহেলি মিত্রের বাংলা ছড়া ও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে। এদিন যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তারা হলেন ডঃ চন্দ্রা মজুমদার ('এবার বসন্ত'), ডঃ বাদল দাস ('প্রতিবিম্ব নেই'), শিখা মুখোপাধ্যায় (স্বামীর লেখা কবিতা, 'কোনও একদিন'), অরুণ ব্যানার্জী (শিবপুর বাসী 'লজ্জা') মিনতি গুপ্ত ('ভোরের কুয়াশা') তাপস সাহা ('আই এস জঙ্গি'), বিশ্বনাথ পাল (হিন্দী কবিতা, 'বসন্ত'), ছবি দে ('বসন্ত'—অনবদ্য রচনা, অসাধারণ পাঠ), বিদিশা ঘোষ ('নন্দিনী'), ডঃ ডালিয়া হোম চৌধুরী ('সহজময়'), মিনতি মিত্র ('বন্ধুকে অনুরোধ'), সুজিত দেবনাথ ('সাদা কুয়াশা') প্রমুখ। সমর চট্টোপাধ্যায়ের 'জগন্নাথ দর্শন' গল্পের প্লট ভাল তবে গল্পটি আর একবার নতুন করে লিখলে ভাল হয়। সব ঋতু নিয়ে পূরবী গুপ্তের 'ভাষণ খুবই মনোগ্রাহী হল। আবৃত্তিকার পীযূষ কান্তি সেনগুপ্তর আবৃত্তি স্মৃতিবিভ্রম হোঁচট খেলো।

কল্পনা সেনগুপ্তর স্বরচিত, স্বসুরারোপিত গান জমল না। রতন কুমার ঘোষের বাংলা ভাষার বর্তমান বিপর্যয় নিয়ে লেখা নিবন্ধটি খুবই ভালো লাগলো। শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র শোনালেন সম্প্রতি প্রয়াত বামপন্থী, তরুণ, উজ্জ্বল কবি শতদ্রু দেবকে নিয়ে লেখা কবিতা (মাত্র ৩০-৩১ বছর বয়সে উজ্জ্বল কবি শতদ্রু চলে গেলেন)।

যথারীতি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় উজ্জ্বল ছিলেন ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, স্বরচিত কবিতা ছাড়াও আসরকে ঋদ্ধ করলেন তাঁর ঠুংরী/গজল গানের মাধ্যমে। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে তাঁর গানের সুর হৃদয়ে নিয়েই সকলে বসন্তের 'গোধূলি লগনে' 'কুলায় ফেরার পথে' এগোলেন...

সংযোজন : পোয়েটস ওয়ার্লডের যাঁরা বহুদিনের সদস্য-সদস্যা তাঁদের মধ্যে এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেই কারণেই বোধহয় যাঁরা নিজেদের কবিতা/গল্প পাঠ করেই চলে যান, তাঁদের প্রতি অন্যদের কোনও ক্ষোভ/অভিমান থাকে না। তাহলেও এই প্রতিবেদক পরের আসরে এদের সামনে দুহাত প্রসারিত করে বলবেন 'যেতে নাহি দিব!'...

চৈতন্যপুরে সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ এপ্রিল বর্ধমান মঙ্গলকোট থানার অধীন চৈতন্যপুর বিজলী ভবনে 'ভাষা-সংস্কৃতি' বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী মতিলাল মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, শুভেন্দু যশ, বাসুদেব যশ, শোভা রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। আয়োজক আহ্বান পত্রিকা। এই ব্যস্ত জমানাতেও যে সাহিত্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ আছে তা ভেবে ভালো লাগে।

রোজগারের তাগিদে জঙ্গল নির্ভরতা কমছে

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সুন্দরবনের ডায়েরি

জঙ্গল-নির্ভরতা কমাতে হবে। এটা কোনও নতুন কথা নয়। কীভাবে সুন্দরবনবাসীর এই নির্ভরতা কমবে সে ব্যাপারে নানাজন নানা পরামর্শ দিচ্ছেন। বিভিন্নভাবে সেগুলোকে কার্যকরী করার চেষ্টাও হচ্ছে। এই চেষ্টাটা সফল হতে পারে, যদি আমরা এর সঙ্গে আরও একটা উদ্যোগ নিই। আমরা যদি খোঁজার চেষ্টা করি, কীভাবে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার/দ্বীপের কিছু কিছু মানুষ নিজেদের উদ্যোগে, অভ্যস্ত জঙ্গল-নির্ভর জীবিকা থেকে বেরিয়ে আসছেন এবং অন্য জীবিকায় যোগ দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল কাহার লস্করের কথায় আসি। বয়স ৪৫-৪৬ হবে। বাবার নাম গোলামবারি লস্কর। বাড়ি হায়দর পাড়া। গরিব মুসলমান পাড়া। দেবীপুর-দেউলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে। তিনি জানালেন দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পাড়ার মানুষ জঙ্গলের কাঠ কেটে আর মধু ভেঙে সংসার চালিয়েছেন। এখন পারছেন না। আমি কাহার সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম।এখন কাঠ কেটে, মধু ভেঙে সংসার চালানো যাচ্ছে না কেন?

– এখন খুব কড়াকড়ি। কাঠ কাটা যাচ্ছে না, বললেন কাহার সাহেব।

– আগে কি কড়াকড়ি ছিল না?

– হ্যাঁ, কড়াকড়ি ছিল। তবুও লুকিয়ে চুরিয়ে আমরা কাঠ কাটতাম। বনদপ্তরের

পাহারা ছিল নদীতে। আমরা কাঠ কেটে জোয়ারে খাঁড়ি ধরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। ভাটাতেও নামতাম না। তখন নৌকো বসে যেত। পুনরায় জোয়ার এলে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম। ফাঁক বুঝে বেরিয়ে আসতাম। বিভিন্ন জায়গার কাঠের গোলায় গিয়ে কাঠগুলো বেচে দিতাম। এখন আর সেটা পারা যাচ্ছে না।

– কেন পারা যাচ্ছে না?

– প্রত্যেকটা কাঠের গোলায় বনদপ্তরের কড়া চেকিং। গরান, বানি, কাঁকড়া, পশুর, ধুধুল, গর্জন ইত্যাদি জঙ্গলের কাঠ দেখলেই ওরা বুঝতে পারে। ধরা পড়লে শ'মিলের লাইসেন্স বাতিল করবে। তাই জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা আমাদের কাঠ আর শ'মিলে বিক্রি করা যাচ্ছে না।

– কোথায় কোথায় কাঠগুলো বিক্রি করতেন?

– জামতলা, কাঁটামারি, রায়দিঘি প্রভৃতি জায়গায়, কাঠের গোলায়।

দু-চারটে পরিবার ছাড়া সব পরিবার থেকে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেত। আমাদের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল কাঠ কাটা। তবে আমাদের পাড়ার সরদার পরিবারের কেউ কাঠ কাটতে যেত না।

– তা মধু ভাঙতে আপনারা যাচ্ছেন না কেন?

– এক মরশুমে ক'দিন মধু ভেঙে কী আর সংসার চলবে?

– এতদিন তো তাই করতেন।

– না। মধু ভাঙাটা আমাদের কাছে ছিল গৌণ ব্যাপার। আসল কাজ ছিল সারা বছর জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটা। তাতেই সংসার চলত। বাঁচার জন্যে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যখন যেতেই হত, তখন মধু ভাঙার জন্যে জঙ্গলে যেতে খুব একটা ভয় পেতাম না। যেহেতু কাঠ কাটা এখন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে, মধু ভাঙার জন্যে জঙ্গলে ঢুকতে আমাদের ভয় হয়। মধু ভাঙতে যাওয়ার কথা শুনলে এখন আমার বুক কাঁপে। আগে যারা মধু ভাঙতো, তাদের অধিকাংশই যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এখনও অল্প কিছু লোক যায়, তবে নিয়মিত নয়।

– আর কাঁকড়া ধরেও তো ভালো আয় হত?

– না। আমরা মুসলমান। কাঁকড়া ধরায় আমাদের আগ্রহ

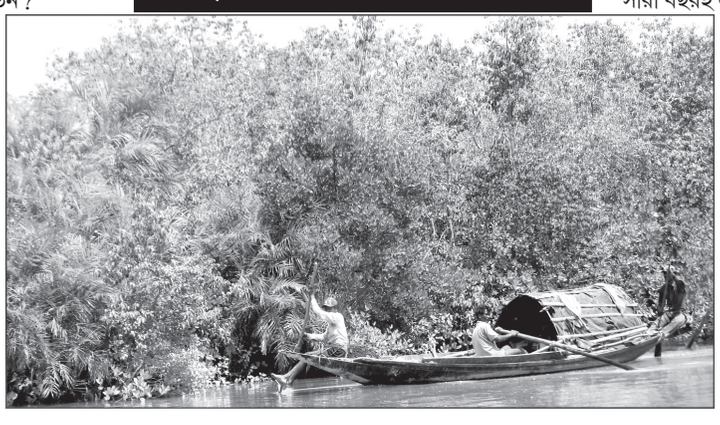

নেই। আমরা মাছ ধরতাম। দু'চারটে পরিবার কাঁকড়া ধরতে যেত। আমদের সংসার চলত কাঠ বেচে। মাছ-ধরা বলুন বা মধু-ভাঙা বলুন তার থেকে যে-আয় হত, সেটা যৎসামান্য।

– কাঠ বেচে কত আয় করতেন, যে-তাতে আপনাদের সংসার চলে যেত?

– ভালো আয় হত। বড়ো নৌকো হলে, তাতে দু'শ আড়াই'শ মণ কাঠ আনা যেত। ছোট হলে, এক'শ দেড়'শ মণ। বড়ো নৌকোতে থাকত ৬-৭ জন। ছোটতে ৪-৫ জন। গ্রামের নৌকো নয়। বাইরে থেকে ভাড়ায় আনতে হত। নৌকোর মালিক ভাড়া বাবদ আয়ের একটা ভাগ নিত। মাসে গড়ে দু'টো করে ট্রিপ। এক একটা ট্রিপে এক এক জনের আয় আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। প্রায় সারা বছরই লুকিয়ে কাঠ কাটা চলত।

– কাঠ কাটা এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। সে-কারণে আপনারা মধু ভাঙতেও যাচ্ছেন না। মুসলমান বলে কাঁকড়া ধরাও পছন্দ করেন না। তাহলে আপনাদের সংসার চলছে কী করে?

এর উত্তরে কাহার সাহেব যা বলেছিলেন সেটা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করলাম। বর্তমানে হায়দর পাড়ায় পরিবারের সংখ্যা শতখানেক হবে। বেশিরভাগ পরিবারের চাষের জমি ছিল না। এখনও তেমন নেই। কাহার সাহেব জানালেন যাঁদের বেশি জমি আছে, তাঁরা সব জমি নিজেরা চাষ না করে, কিছু কিছু জমি প্রতি বছর টাকার বিনিময়ে অন্যকে চাষ করতে দেন। এই ব্যবস্থাকে জমি 'লিজে' দেওয়া অথবা 'আগাম' টাকায় দেওয়া বলে। জমির মালিক নিজের সুবিধের জন্য এটা করে থাকেন। চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বেশি জমি চাষ করা জমির মালিকের কাছে লাভ জনক নয়। আবার যে-সব গরিব মানুষ জমিটা লিজে নিচ্ছেন, তাঁরা পরিবারের লোকজনকে নিয়ে গায়-গতরে খেটে চাষটা করেন। লেবার খরচ লাগে না। এখন মজুরি বেড়ে গেছে। দৈনিক মজুরি ২৫০-৩০০ টাকা। কাহার সাহেব হিসেব দিলেন, লেবার খরচ করতে না হলে, ধারের টাকায় লিজে জমি নিয়ে চাষ করলেও লাভ থাকে। সারের দোকান বাকিতে সার দেয়।

এখন গ্রামের অধিকাংশ গরিব মানুষ ধারবাকি করে টাকা সংগ্রহ করে, বর্ষার আমন এবং খোরোয় (গ্রীষ্মে) বোরো চাষ করছেন। গ্রামের মধ্যে কয়েকটা শ্যালো বসেছে। জল কিনে বোরো ধানের চাষ করার সুযোগ মিলেছে। এক বিঘে জমি চাষ করতে হলে শ্যালোর মালিককে এক হাজার টাকা দিতে হয়। আর ঐ জল তুলতে যে তেল লাগে তার দাম দিতে হয়। প্রায় ৩০ লিটার তেল লাগে। দাম লিটার পিছু ৫০-৫২ টাকা (২০১৫)। কাহার সাহেব জানালেন গত বছর (২০১৪) গ্রীষ্মে তিনি উচ্চ ফলনশীল ধান (লাল শঙ্কর) চাষ করে বিঘে প্রতি ১৮-১৯ বস্তা করে ধান পেয়েছিলেন। চুয়ান্ন কেজিতে এক বস্তা।

দাম ছিল ৮৫০-৯০০টাকা বস্তা। অনেক মানুষ জমির আল লিজে নিয়ে সবজি চাষ করছেন। বেশি রোজগারের আশায় অনেকে আবার বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন। কিছু কিছু ছেলে ছোকরারা, পড়াশোনা না করে সন্তোষপুর, মেটিয়াবুরুজে সেলাইয়ের কাজে গেছে। সম্প্রতি বাড়ির বৌ-ঝিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কচিকাচারাও জরির কাজে হাত লাগিয়েছে। নানাভাবে আয় করে হায়দার পাড়ার মানুষ সংসার চালাচ্ছেন। আগে শুধুমাত্র কাঠ কেটে যে-আয় হত, এখন বিভিন্নভাবে রোজগার করে সেটা পূরণ করতে হচ্ছে। ফলে জঙ্গলে কাঠ কাটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলেও, এখন সকলে দু'বেলা খেতে মাখতে পাচ্ছেন।

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০

বাংলার বিপর্যয় অব্যাহত

আই লিগ মুঠোয় বেঙ্গালুরুর

কমল নস্কর

চায়ের কাপ আর ঠোটের তফাৎ। সেই জায়গা থেকে জায়গা হল রসাতলে। না কোনও সিনেমার কাল্পনিক চিত্রনাট্য নয়। গল্পকথাও নয়। উপর্যুপরি দু-দুবার জাতীয় লিগ জয়ের দোরগোড়া থেকে ছিটকে গেল শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান। পরিস্থিতি এমন যে শেষ ম্যাচে যদি বাগান বেঙ্গালুরু এফসিকে হারিয়েও দেয় তাও সম্ভবত আই লিগ অধরাই থেকে যাবে। মোহনবাগানের এই বিপর্যয়ের পরেও বাংলায় ইস্টবেঙ্গলের সৌজন্যে আই লিগ ফিরে আসে কিনা সেদিকে নজর ছিল আপামর ফুটবলপ্রেমীর। গতবার মোহনবাগান প্রায় একযুগের বেশি সময়ে পড়ে বাংলায় দেশের সেরা ট্রফি নিয়ে এসেছিল। এবার সেই ট্যাডিশন অব্যাহত রাখার ভার ছিল ইস্টবেঙ্গলের ওপর। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের দল মোহনবাগানকে হারিয়ে যে সুন্দর জায়গা তৈরি করেছিল সেখান থেকে আবার অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে মুম্বই এফসির সঙ্গে ড্র করে। আর বাগান শহর বেঙ্গালুরুতে গিয়ে যেভাবে ইস্টবেঙ্গল অসহায় আত্মসমর্পণ করল তাতে সব আশা শেষ। এদিকে ইস্টবেঙ্গল শেষের দিকে লড়াইয়ের স্রোতে প্রত্যাবর্তন করলেও মোহনবাগানের এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাইরে চলে যাওয়া যথেষ্ট বিস্ময়কর। এক্ষেত্রে বাগানের খারাপ ডিফেন্স নিঃসন্দেহে আতসকাঁচের নিচে চলে আসছে।

মোহনবাগান যে এতটাই খারাপ খেলবে তা বোধহয় সমর্থকরা অতি দুঃসপ্নেও ভাবেননি। বাগানের ট্রফি থেকে পিছিয়ে পড়ার সঙ্গে বড়লোকের ছেলের রাজসম্পত্তি উড়িয়ে দেওয়ার তুলনাই বোধহয় একমাত্র টানা যায়। তবে সবুজ মেরুনে দ্বিতীয়বার টানা আই লিগ ঘরে না আসার নেপথ্যে আরও একটি খলনায়ক ভয়ঙ্করভাবেই রয়েছে। সেটি হল খারাপ রেফারিং। শেষের এই নাটকীয় সন্ধিক্ষণে এই পরিস্থিতি সঞ্জয় সেনের দলকে বেশ ভোগাচ্ছে দুর্বল ম্যাচ পরিচালনা। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দিয়ে বলা যায় যার শুরু। এমনিতেই ওই ম্যাচে সন্তোষ কুমার ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকায় মোহন সমর্থকদের মনে বোধহয় কুডাক ডাকা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ম্যাচ জুড়ে তার রেশ ভালোমতো টের পায় বাগান। প্রথমদিকে মোহনবাগান খেলছিল দাপটে। প্রকারান্তরে ইস্টবেঙ্গলের গা-জোয়ারি ফুটবল ভালো নজরে আসছিল। সেদিকটা গ্রাহ্য করলেন না রেফারি। তাছাড়া যে পেনাল্টিটা তিনি দিলেন তা মোহন সমর্থকেরা কোনওভাবেও মানতে পারছেন না।

এই দোষের খেসারত ম্যাচের শেষ লগ্নে দিলেনও বটে রেফারি। মোহনবাগান যে পেনাল্টি পায় তাও কতটা সঙ্গত তা নিয়েও অবশ্যই প্রশ্ন তুলতে পারে লাল-হলুদ জনতা। কিন্তু শুরুতেই যে চাপ সৃষ্টি হয় শেষে গিয়ে তা আর মেরামত করতে পারেনি বাগান ব্রিগেড। ফলে যা হওয়ার হলও তাই, লিগে পিছতে শুরু করল তারা। যার জের শুরু হয়েছিল আগের ম্যাচে লাজং এফসির কাছে হার দিয়ে। টানা জয়ের মধ্যে থাকা মোহন দলের অশ্বমেধ ঘোড়া এই ম্যাচে থেমে যাওয়ায় সমর্থকেরা আশা করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ থেকেই ফিরে পাওয়া যাবে সেই সবুজ মেরুনকে, যারা চ্যাম্পিয়ন। কোথায় কি। সবাইকে কার্যত লবডঙ্কা দেখিয়ে আরও তলিয়ে যেতে শুরু করল মেরুন-সবুজ। এর পরের শিলংয়ের সঙ্গে ২-২ ড্র আরও ইন্ধন যোগালো মন্থরতার গতিকে। আর দুদিন আগে যেভাবে দুবার এগিয়ে গিয়েও শিবাজিয়ান্সের সঙ্গে ৩-৩ ড্র করল বাগান তা তো খারাপ ভাগ্যের নুমনা। যদিও এই ম্যাচে মোহনবাগানের পক্ষে বলার মতো যেটা সেটা হল এই ম্যাচেও রেফারির একটা অত্যন্ত খারাপ সিদ্ধান্ত সঞ্জয় সেনদের বিরুদ্ধে গেল। মোহনবাগানের একটি ন্যায্য গোল যেখানে স্পষ্ট বল গোললাইন পেরিয়ে গিয়েছিল তা বাতিল হল। এই সব দেখে সবুজ-মেরুন সমর্থকেরা হতাশ হবেন খুব স্বাভাবিক।

তাও যেভাবে শেষের ল্যাপে এসে মোহন ডিফেন্সকে এভাবে গোল হজম করতে হচ্ছে তা দারুণ লজ্জাজনক। এই মোহনবাগান যখন একটানা জিতে যাচ্ছিল তখন তো এই ডিফেন্সই ছিল। বরং লুসিয়ানো, প্রণয়দের রক্ষণকে বেশ জমাট লাগছিল। সেটাই কেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল? এর কি উত্তর পাবেন বলুন তো। সত্যি এখানে বলতেই হচ্ছে ভাগ্যের সাহায্য এবার পেল না তারা। শেষের নাটক কিভাবে এগোয় সেদিকে এখন নজর কলকাতার।

- অনেকটাই এগিয়ে বেঙ্গালুরু।
- মোহনবাগানের আশা ক্ষীণ।
- লাইফ লাইন বেঁচে লাল-হলুদেরও।
- নয়া কোচের সন্ধানে ইস্টবেঙ্গল।
- বাগান ছাড়তে পারেন সঞ্জয়ও।
- সামনের বছরের দল গড়ার প্রস্তুতি।
- গোয়া পিছোচ্ছে, সান্ত্বনা বাংলার।
- কাঁটা একমাত্র দক্ষিণীরা।

আইপিএল আছে আইপিএলেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল আছে আইপিএলেই। হাজার রজনী পার হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের বাংলার বহু যাত্রা বা নাট্যপালা যেমন নবরূপে আবির্ভূত হয় তেমনই অনেকগুলো বছর পরেও আইপিএল-এর আড়ম্বর এখনও দারুণ টাটকা। এটাই বোধহয় আইপিএলের জাদু। এমনিতে পুরনো ঘরানার টেস্ট ক্রিকেট থেকে একটু অন্যরকম স্বাদ পেতে ভারতীয়রা অনেকদিন আগেই ঝুঁকেছেন টি-২০ তে। বলাবাহুল ক্রিকেট বিশ্বের একটা বড় অংশ এই নয়া আস্বাদনের স্বাদ চাখতে ব্যস্ত। সম্প্রতি ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হল। তার রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে সমর্থকদের মনে। ভারত হয়তো সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিল। তাও দেশের হার ভুলে ক্যারিবিয়ানদের প্রত্যাবর্তনকে উপভোগ করেছে ভারতবাসী। ব্র্যাভো, সামি, ব্রেথওয়েটদের ক্যালিপসো নাচের তালে দোলেনি এমন ক্রিকেট সমর্থক এদেশে বিরল। এহেন ভারতে টি-২০-র একটা সর্বোচ্চ মানের লিগ বড় আকার ধারণ করবে এতো খুব স্বাভাবিক। আইপিএল এলে কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে গেলে বোঝা যায় এখানকার সমর্থকেরা কতটা ক্রিকেট পাগল। কলকাতা,দিল্লি, গুজরাট, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা আইপিএলের দেশি-বিদেশি তারকাদের হয়ে গলা ফাটাতে এই কদিন হরেকরকম জার্সির প্রায় হাট বসে যায় ময়দানে। কম বয়সী, মাঝ বয়সী থেকে প্রৌঢ়রাও যখন সেই পোশাক কিনতে হাপিত্যেশ করেন তখন বোঝা যায় এর ক্রেজ কাকে বলে।

এরই নাম টি-২০ ক্রিকেট। যার আমেজে মাতোয়ারা নানা বয়সী। মহিলা, বিশেষ করে টিন-এজারদের মধ্যে তো এর চাহিদা এখন রীতিমতো প্যাশনের আকার নিয়েছে। যথারীতি ঢাক গুড়গুড় করে আইপিএলের উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। বলিউডের লাস্যময়ী নায়িকা থেকে শিল্পপতি কে না বাদ রয়েছে এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে। তার মধ্যেও ব্র্যাভোর নাচ আলাদা করে নজর কেড়েছে সকলের। বিশেষ করে মুম্বইয়ের তাবড় হিরো হিরোইনদের সঙ্গে নাচ এবং অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়া বোধহয় ক্যারিবিয়ানদের পক্ষেই সম্ভব। বাল্লে বাল্লে নাচ যেমন এখনও বহু বিয়েশাদিতে পরিবেশিত হয় তেমন আগামী দিনে ডিজের সঙ্গে ক্যালিপসো ডান্স দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এবার আসি ক্রিকেটের বাইশ গজে। এবারের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বা আইপিএলে নজর কাড়া পারফরমেন্স বেশ কয়েকটি চোখের সামনে এসেছে আমাদের। এইতো রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু যারা এবারের ট্রফিতেও অন্যতম হট ফেভারিট তাদের দুই তারকা বিরাট কোহলি এবং এবি ডেভিলিয়ার্স যেভাবে প্রথম ম্যাচে ধুন্ধুমার ব্যাট করলেন তাতে আইপিএল জমে গেল ব্যাপক আকারে। কলকাতা নাইট রাইডার্স যারা দুবারের চ্যাম্পিয়ন তাদের দিকে আর কারও না হোক, রাজ্যবাসী তথা কলকাতার নজর সবার আগে থাকবেই। সেই প্রত্যাশার পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে প্রথম ম্যাচে দিল্লিকে একরকম উড়িয়ে দিয়েছে গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বাধীন কেকেআর। নয় উইকেটে ম্যাচ জয়ের বড় ভূমিকা পালন করেছেন খোদ অধিনায়ক গম্ভীর এবং তার সহযোদ্ধারা। নতুন দল হিসাবে এবারে টুর্নামেন্টে পথ চলা শুরু করেছে গুজরাট লায়ন্স। বিতর্কের জালে আবদ্ধ চেন্নাই দল এবারের আইপিএলে খেলতে না পারায় সে জায়গায় উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যের দলটি ও পুনের নবাগত অপর একটি ক্লাব। উল্লেখ্য মহারাষ্ট্র বা রাজস্থানের টিম থাকলেও এতদিন গুজরাটের কোনও টিম ছিল না আইপিএলে। এবার সেই শূন্যস্থান পূরণ হয়েছে। এবং প্রথম ম্যাচেই জয় তুলে নিয়েছে সুরেশ রায়নার নেতৃত্বাধীন গুজরাট লায়ন্সরা। ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি এবার অধিনায়কত্ব করছেন পুনে দলটির। যার মালিক আবার কলকাতার শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। কলকাতার মালিক শাহরুখ খান অবশ্য এখনও তার প্রিয় কেকেআর-কে চিয়ারআপ করতে মাঠে নামেননি। কবে তাঁকে ইডেনে দেখা যাবে সেই আশায় বসে তিলোত্তমা কার্যত প্রহর গুণছে।

পদ্মভূষণ সানিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হলেন দেশের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সানিয়াকে এই সম্মানে ভূষিত করেন। উল্লেখ্য ভারতীয় টেনিসকে একটা আলাদা মাত্রায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতিদের সঙ্গে একই সারিতে উঠে আসে সানিয়ার নাম। বিশেষ করে যেভাবে ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে কখনও মার্টিনা হিঙ্গিস আবার কখনও লিয়েন্ডারকে সঙ্গে করে তিনি বিশ্ব জয় করেছেন তা অভূতপূর্ব। দেশের প্রতি তাঁর টান কোনও অংশে কম নয়। পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েবের ঘরনী হলেও মনেপ্রাণে ভারতীয় রয়ে গিয়েছেন সানিয়া। তার লক্ষ্য দেশের নাম বিশ্বে আরও উজ্জ্বল করে তোলা।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- মাউন্ট এভারেস্ট হল পৃথিবীর সবথেকে উচ্চতম জায়গা তাহলে সবথেকে নিম্নতম স্থান কোনটি?
- কলকাতার আবিষ্কর্তা কে?
- দশরথের তিন স্ত্রীর নাম কি?
- কোন সাপকে পৃথিবীর সবথেকে দ্রুততম সাপ বলা হয়?
- ক্রিকেট কত বছর ধরে ভারতবর্ষে খেলা হচ্ছে? (আনুমানিক বললেই চলবে)

গত সংখ্যার উত্তর

- গ্যাংটক।
- পলাশীর যুদ্ধ।
- মিথিলাপতি জনক।
- সাপ মাংসাশী প্রাণী।
- পেইনি উইটনে ব্যায়ামাগার

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ১৬-২২ তারিখের মধ্যে

বার্বি ডল

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

রীমাদেবী সবে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন আর তখনই ডোরবেলটা বেজে ওঠায় একটু অবাকই হলেন, এই ভর দুপুরে আবার কে এল? কষ্ট করে উঠে দোতলার বারান্দায় গিয়ে নিচে তাকালেন আর মনটা খুশিতে ভরে উঠল। হাসি হাসি মুখ করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে সীমা, ওনার ছোট মেয়ে।

মেয়েকে দাঁড়াতে বলে রীমাদেবী তার নাতিকে বললেন, যাতোরে লাট্টু, নিচের দরজাটা খুলে দিয়ে আয়, তোর রাঙা পিসি এসেছে। রাঙা পিসি এসেছে বলতে বলতে নিচে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল লাট্টু। রাঙা পিসিকে একা দেখে জানতে চাইল, মিষ্টুকে আননি? আমি তো অফিসের কাজে এসেছি, তোর বোনকে তাই আজ সঙ্গে আনিনি। উপরে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন রীমাদেবী, সীমার কথাটা শুনতে পেয়ে বললেন, ও মা, সে আবার কী কথা! সকাল সকাল এখানে এসে ওকে রেখে গেলেই তো পারতিস, লাট্টুটা মিষ্টুকে খুব মিস করে।

ঠিক আছে মা, পরের বার না হয় তাই করব। সীমা আজ অনেকদিন বাদে বাপের বাড়িতে এল। সীমার কথা প্রায় রোজই মনে পড়ে রীমাদেবীর, বিশেষ করে শোকেসে রাখা বার্বি-ডলটায় চোখ পড়লে। সীমা যখন পাঁচ বছরে পড়ল, ওর ছোটমাসি তখন ওটাই ওকে জন্মদিনের উপহার হিসাবে দিয়েছিল। পুতুলটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমা মাকে বলেছিল, মা, পুতুলটা প্যাকেট থেকে বের করে দেখি? মা বলেছিলেন, এখনই প্যাকেটটা খোলার কী দরকার? সাজিয়ে রাখ, সবাই দেখবে। কাল না হয় খুলিস।

সামান্য ওই কথাটায় মেয়ের যে অত অভিমান হতে পারে তা ছিল রীমাদেবীর কল্পনার বাইরে। সীমা মা শুধু লক্ষ্য করেছিলেন, সীমা হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন সকালে সীমা সব উপহারই খুলে খুলে দেখেছে, কিন্তু ওই বার্বি-ডলটায় একবারও হাত দেয়নি। বিকালে একবার রীমাদেবী বলেছিলেন, কিরে মাসির দেওয়া পুতুলটা খুলে দেখলি না? নির্বিকার মুখে সীমা বলেছিল, সাজানোই থাক না, মা, সবাই দেখবে। রীমাদেবী ভেবেছিলেন, এক সময় মেয়ের রাগ আর অভিমান ঠিকই কমবে। দেখতে দেখতে মেয়ে বড় হল, তার বিয়েও হয়ে গেল। তবু তার অভিমান গেল না।

রীমাদেবী মেয়ের কাছে জানতে চাইলেন, তা তোর অফিসের কাজ হল?

হ্যাঁ, মোটামুটি হয়েছে। আজ না হয় থেকে যা, কাল সকালে যাস। না মা, আজই যেতে হবে, কাল সকালে ওর বাবাকে আবার বোলপুর যেতে হবে।

চা জলখাবার খেতে খেতে সীমা বলল, মা, আগামী রোববার মিষ্টুর জন্মদিন করব, দাদাকে নিয়ে তোমরা সবাই যেও কিন্তু। রওনা দেবার মুখে কী মনে করে সীমা শোকেসের সামনে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল, শোকেসের ডালাটা খুলে, বার্বি-ডলটা হাতে নিয়ে বলল, মা, আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, মা নিয়ে যা, এটা তো তোরই। সীমা পুতুলটা হাতে নিয়ে মাকে প্রণাম করে বলল, মা, আজ তা হলে আসি। মা মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, সুখে থাকিস মা।

রীমাদেবীর চোখদুটো যে জলে ভরে গেল তা সীমা টেরও পেল না।

ধাঁধা

কোমরের নিচে জামা পরলে কি বলে?

গত সংখ্যার উত্তর : সাত দিনে এক সপ্তাহ উত্তরদাতা- কাবেরী চট্টোপাধ্যায়

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ১৬-২২ তারিখের মধ্যে এই ৯০৩৮৬৪০০৩০ ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

ঋত্বিকা বসু, দ্বিতীয় শ্রেণি, মহাদেবী বিড়লা ওয়ার্ল্ড একাডেমি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

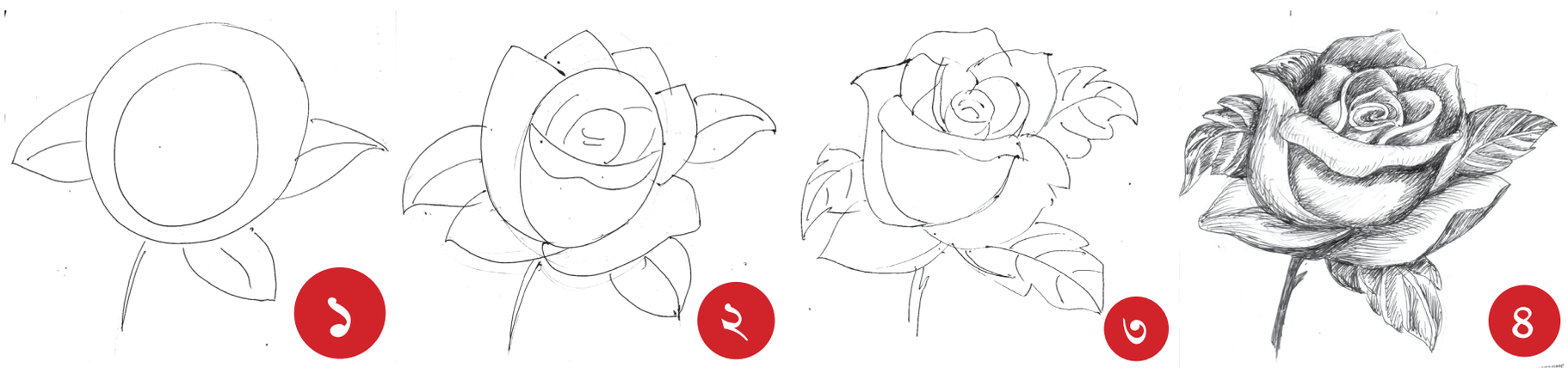

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com